ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 January 2022 ■ আগরতলা ১৮ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ৪ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

হৃদরোগে প্রয়াত হলেন কিংবদন্তি শিল্পী পণ্ডিত বিরজু মহারাজ

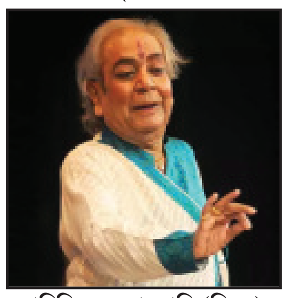

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.)।। কথকের 'মহারাজা' আর নেই। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন কথকের কিংবদন্তি শিল্পী পণ্ডিত বিরজু মহারাজ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। পণ্ডিত বিরজু মহারাজের নাতনি রাগিনী মহারাজ জানিয়েছেন, 'বিগত কয়েক মাস ধরে তাঁর চিকিৎসা চলছিল, রবিবার রাত ১২.১৫-১২.৩০ মিনিটের মধ্যে আচমকাই শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয় তাঁর, ১০ মিনিটের মধ্যেই তাঁকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাই, কিন্তু তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।'

একাধারে নাচ, তবলা এবং কণ্ঠসঙ্গীতে সমান পারদর্শী ছিলেন বিরজু মহারাজ। ছবিও আঁকতেন। রবিবারর রাতে নাতির সঙ্গে খেলছিলেন। তখনই হঠাৎ করে অসুস্থ বোধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন তিনি। পরিবার সূত্রের খবর, সম্প্রতি তাঁর কিডনির অসুখ ধরা পড়েছিল, ডায়ালিসিস চলছিল। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে মোদি জানালেন ভারতে বিনিয়োগের এটাই সেরা সময়

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.)।। করোনা পরিস্থিতিতে হাজারো প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আর্থিক ক্ষেত্রে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশ। আগে ব্যবসা করতে অনেকে লাইসেন্সরাজের শিকার হতেন। কিন্তু এখন সেসব সমস্যা নেই। কর কাঠামো অনেক সরল করা হয়েছে। ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে সরকারের থেকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। ভারতে বিনিয়োগের এটাই সেরা সময়।

সোমবার ওয়ার্ল ইকোনমিক ফোরামে বক্তব্য রাখার সময় একথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, বর্তমানে দেশ করোনার আরও একটি ঢেউয়ের মোকাবিলা করছে। একই সঙ্গে হাজারো প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আর্থিক ক্ষেত্রেও এগিয়ে চলেছে ভারত। এক বছরে দেশবাসীকে ১৬০ কোটি ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে, যা বিশ্বে কাছে ভারতের গণতন্ত্র উদাহরণ।

তিনি আরও বলেন, করোনার সময় ভারত অনেক দেশকে ভ্যাকসিন, ওষুধ দিয়েছে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ওষুধ প্রস্তুতকারক দেশ ভারত। ভারতের সামর্থ্য গোটা বিশ্বের কাছে একটা উদাহরণ। তিনি দেশের আর্থিক গতিকে সামনে তুলে বলেন, ইউপিআইতে ৪.৪ বিলিয়ন লেনদেন হয়েছে ডিসেম্বরে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে টাকা লেনদেনে সাফল্য পেয়েছে দেশ। পাশাপাশি অনেক দেশের সঙ্গে ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট করা হয়েছে। ২০১৪ তে কয়েকশো স্টার্ট আপ ছিল দেশে। এখন তা বেড়ে ৬০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। ভারতে বিনিয়োগের এটাই আদর্শ সময়।

করোনা মোকাবিলায় সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা সভায় তথ্যমন্ত্রীর গুরুত্বারোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। করোনাকে ত্রিপুরায় বিগত দিনে যেভাবে সংঘবদ্ধভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে ঠিক তেমনি এবারও আমাদের প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে। প্রথমসারির যোদ্ধা, স্বাস্থ্যকর্মী ও আরক্ষা প্রশাসনের সহযোগিতায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আজ জিরানীয়া অগ্নিবীনা হলে জিরানীয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে বর্তমান করোনা পরিস্থিতি নিয়ে এক পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বিশেষ করে বাজারগুলিতে সাবধানতা অবলম্বন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় তিনি বলেন, সরকারি বিধিনিষেধ অবশ্যই মানতে হবে, যেমন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পরিধান করা ইত্যাদি। তিনি বলেন, বাজারগুলোকে সময় সময় স্যানিটাইজ করতে হবে। এ ব্যাপারে নগর পঞ্চায়েত ও পুর পরিষদকে দায়িত্ব নিতে বলেন তিনি। তাছাড়া বাজারগুলিতে কোভিড টেস্ট করানোর উপর তিনি জোড় দেন। জিরানীয়া মহকুমায় ইন্টার স্টেট ট্রাক টার্মিনাস রয়েছে। এখানে প্রতিদিন বাইরে থেকে মালবাহী ট্রাক আসে। তাই এখানে বিশেষ নজরদারি রাখার জন্য মহকুমা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে তিনি নির্দেশ দেন। এই ইন্টার স্টেট ট্রাক টার্মিনাসে যারা আসছে প্রত্যেককে কোভিড টেস্ট করানোর উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী যুবক ও যুবতীদের কোভিড টিকাকরণের ব্যাপারে খোঁজ খবর নেন তথ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এব্যাপারে মহকুমা প্রশাসন থেকে ৮৯৫৮ জনের টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এখন পর্যন্ত প্রায় ৮০ শতাংশ টিকাকরণ হয়ে গেছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্ঘটনায় মৃত্যু কলেজ পড়ুয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৭ জানুয়ারি।। স্কুটি দুর্ঘটনায় কল্যাণপুরে মৃত্যু হল কলেজ পড়ুয়ার। রাজধানীর জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু কোলে ঢলে পড়ে সোমবার সকালে এমনটাই জানা যায় মৃত যুবকের পরিবার সূত্রে। রবিবার রাতে কল্যাণপুর থানাধীন তোতাবাড়ি এলাকায় স্কুটি দুর্ঘটনার কবলে পরে ডিডিএমসির কলেজ পড়ুয়া ছাত্র টোটন দেবনাথ।

রবিবার সন্ধ্যারাতে স্কুটি নিয়ে মাত্রা অতিরিক্ত গতিতে বাড়ি যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। স্কুটি সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং যুবকের মাথার সামনের অংশ থেতলে যায় ।হয় প্রচুর রক্তক্ষরণ। সাথে সাথেই যুবক স্কুটি থেকে ছিটকে পড়ে যায়। স্থানীয়রা কল্যাণপুর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। সিধাই থানাধিন মোহনপুরের কাশিমারা থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম হরিসাধন ধর(৬০)। তার বাড়ি মোহনপুরের জগতপুর এলাকায়। বেশ কয়েকদিন যাবৎ নিখোঁজ থাকার পর তার মৃতদেহ উদ্ধার হয় রবিবার।

মাঝে মধ্যে তিনি বাড়ি থেকে নিখোঁজ থাকতেন। সম্প্রতি বেশ কয়েকদিন যাবৎ বাড়িতে কোন কিছু না জানিয়েই নিখোঁজ ছিলেন। রবিবার বিকেলে মোহনপুর এলাকার কাশিমমারার একটি জলাশয়ে তার মৃতদেহ দেখতে পায় এলাকার মানুষ। খবর দেওয়া হয় সিধাই থানায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মৃতার পরিবারের লোকেরা। তারা মৃত দেহ শনাক্ত করে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে মোহনপুর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে পাঠায়। সেখানে হবে ময়না তদন্তের। যদিও বিষয়টি খুন না কোন ধরনের দুর্ঘটনা তা এখনো স্পষ্ট নয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

২০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ জানুয়ারি।। সিপাহীজলা জেলায় বিশালগড় থানার পুলিশ গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান চালিয়ে সোমবার বড় ধরনের সাফল্য পেয়েছে। থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে গোপনসংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা খেতে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

এবার এই সাফল্য পেল বিশালগড় থানার পুলিশ। সোমবার বিশালগড়ের ঘনিয়ামারা, নেহালচন্দ্রনগর, প্রভুরামপুর সহ সংলগ্ন বেশ কিছু এলাকায় গাঁজা বিরোধী অভিযানে নামে পুলিশ। এই অভিযানে নেমে প্রায় ২০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ বলে জানা গেছে।

এদিন এই অভিযানে ছিলেন বিশালগড় থানার ওসি দেবাশিষ সাহা, ইন্সপেক্টর পার্থনাথ ভৌমিক প্রমুখ। এই গাঁজা বিরোধী অভিযানে টিএসআর বাহিনীকেও সঙ্গে নেয় বিশালগড় থানার পুলিশ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতীয় পরম্পরা ও সংস্কৃতি আমাদের একসূত্রে বেঁধে রেখেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। ভারতীয় পরম্পরা ও সংস্কৃতি আমাদের একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। ত্রিপুরা ও মণিপুরের মধ্যে বৈবাহিক ও আত্মিক সম্পর্ক সুপ্রাচীন। আজ অভয়নগরে পুঁথিবা লাই-হারাওবা উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন মণিপুরীদের চিরাচরিত রীতি অনুসারে মুখ্যমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। রাজ্যের প্রথম মণিপুরী ক্যালেণ্ডারের আবরণ উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ। অনুষ্ঠানে মণিপুর সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি সদস্য মুতুম মানিতানকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। এরপর ঐতিহ্যবাহী মণিপুরী নৃত্য পরিবেশিত হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে উত্তর পূর্বের মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে সর্বোপরি রাজ্যগুলির মধ্যে গড়ে উঠেছে এক পারস্পরিক সুসম্পর্ক। বিগত দিনে যা অনেকাংশেই ঘাটতি ছিলো। এর ফলশ্রুতিতে উত্তর পূর্বের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা নিজেদের মধ্যে আলোচনাক্রমে দ্রততার সঙ্গে সমাধানসূত্র বের করা সম্ভব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা-অসম সীমান্তে ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের গাঁজা উদ্ধার, ধৃত গাড়ি চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা থেকে গাঁজা পাচারের সময় পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। বারো চাকার লরি সহ চালককে পুলিশ আটক করেছে। উদ্ধার গাঁজার বাজার মূল্য প্রায় পনের লক্ষ টাকা, এমনটাই পুলিশ জানিয়েছে ।অসম-ত্রিপুরা প্রবেশদ্বার চূড়াইবাড়ি সীমান্তে গাঁজা উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় অসম পুলিশ এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ত্রিপুরা থেকে গাঁজা বোঝাই লরি রবিবার গভীর রাতে অসমে প্রবেশ করবে গোপন সুত্রে খবর পেয়েছিল অসম পুলিশ। সে মোতাবেক চূড়াইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নিরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে পুলিশ এনএল০১এল৫৩০২ নম্বরের গাড়ি অসমে প্রবেশেই আটক করেছে। ওই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ উনিশটি প্যাকেটে দেড়শ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্ঘটনা থেকে অল্পেতে রক্ষা পেলেন চার যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। মন্দির নগরী উদয়পুরের গর্জি এলাকায় একটি যাত্রীবাহী গাড়ি দ্রুতবেগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন চার যাত্রী।

প্রায় প্রতিদিন রাজ্যের নানা জায়গায় ঘটে চলেছে পথ দুর্ঘটনা। এবার পথ দুর্ঘটনা উদয়পুরের গর্জি থানার অন্তর্গত পেরাতিয়া এলাকায়। এই পথ দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য রক্ষা পান ৪ জন যাত্রী। জানা গেছে, জিবি থেকে এক রোগীকে সাথে নিয়ে ৪ জন লোক শান্তিরবাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে পেরাতিয়া এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাঁদে পড়ে যায় গাড়িটি।

গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে কোন রকমে রক্ষা পান গাড়িতে থাকা লোকজন। স্থানীয় সূত্রে খবর এই গাড়িটি দ্রুত গতিতে থাকার ফলেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। চালকের অসাবধানতার কারণেই ঘটনাটি ঘটেছে বলেও স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

নমুনা পরীক্ষা কমতেই নামল করোনার দৈনিক সংক্রমণ, ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত ৬৪১, মৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। আবারও ত্রিপুরায় করোনার নমুনা পরীক্ষা কমতেই নতুন করে সংক্রমণও কমেছে। ত্রিপুরায় গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে ৬৪১ জন নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। শতাধিক করোনা-আক্রান্ত সুস্থও হয়েছেন। কিন্তু করোনায় আক্রান্তের মৃত্যু নতুন করে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় আরও দুজন করোনা-আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। লাগাতার মৃত্যুর ঘটনায় করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ২৫৭ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৫, ১৬০ জনকে নিয়ে মোট ৫,৪১৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে আরটি-পিসিআরে ২৮ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৬১৩ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৬৪১ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। করোনার নমুনা পরীক্ষা কম হওয়ায় দৈনিক সংক্রমণের হার সামান্য কমে হয়েছে ১১.৮৩ শতাংশ। গতকাল ৮,৭৫২ জনের নমুনা পরীক্ষায় ১,১৬৮ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোঁজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ১৩.৩৫ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪৩ জন করোনার সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৫,৬০২ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯১,৫৭৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮৫, ০৬৯ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৪.০৬ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৯২.৯৬ শতাংশ। এদিকে ০.৯১ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় দুজনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনুমতি ছাড়া মিছিল-সভায় পুলিশের হস্তক্ষেপে হাতাহাতি, জামিন মঞ্জুর সিপিএমের চার নারী নেত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। অনুমতি ছাড়াই নারী সমিতির মিছিল-সভায় পুলিশী হস্তক্ষেপে হাতাহাতির দায়ে মামলায় সিপিএমের চার নারী নেত্রী আজ আদালত থেকে জামিন নিয়েছেন। ২০২১ সালের জুন মাসে কোভিড বিধি উল্লঙ্ঘন করে সিপিএমের নারী সমিতি আগরতলা শহরে মিছিল ও সভার আয়োজন করেছিল। ওই ঘটনায় পুলিশ সাংসদ তথা সিপিএমের নারী নেত্রী ঝর্না দাস বৈদ্য সহ তিন জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল। ওই মামলা আজ তাঁরা জামিন পেয়েছেন, জানালেন আইনজীবী ভাস্কর দেববর্মা। তাঁরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ৩০ হাজার টাকার বন্ডে জামিন পেয়েছেন, বলেন তিনি। ভাস্কর বাবুর কথায়, আগরতলায় সিপিএমের নারী নেত্রী লিপিকা চৌধুরীকে পুলিশের নিগ্রহের ঘটনায় হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করেছিল এবং সুয়োমুটো মামলায় পুলিশকে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল। তাই পুলিশ নিজের দোষ ঢাকতে তাঁর মক্কেলদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছিল, বলেন তিনি।

তিনি বলেন, সিপিএমের চার নারী নেত্রী ঝর্ণা দাস বৈদ্য, ছায়া বল, কৃষ্ণা রক্ষিত এবং লিপিকা চৌধুরীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধি ৩৫৩, ৩৩২, ৩২৩, ২৭০ এবং ৩৪ ধারায় পুলিশ মামলা রুজু করেছিল। আজ পশ্চিম জেলা মুখ্য বিচার বিভাগীয় আদালতে শুনানি শেষে চার জনের জামিন মঞ্জুর করেছে। তাঁরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ৩০ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আগরতলা শহরে অভিযানে নামল মহকুমা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। রাজ্যে করোনা সংক্রমনের হার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। করোনা সংক্রমনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো সচেতনতা বৃদ্ধি করা। মাস্ক পরিধান এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাই এখনো পর্যন্ত করোণা ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। সরকার ও প্রশাসনের তরফে এ ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করার নানা প্রয়াস নিলেও একাংশের মানুষজন এসব বিষয়ে সচেতন হচ্ছেন না। সে কারণেই করোনা সংক্রমনের হার দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে।

রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখার লক্ষ্যে প্রশাসনের এক প্রতিনিধি দল সোমবার আগরতলা শহর এলাকার বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করে করোণা ভাইরাস পরিস্থিতিতে মানুষজন কতটা নিয়মকানুন মেনে চলছেন তা খতিয়ে দেখেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, শহর আগরতলায় মানুষদের মাস্ক পরা নিয়ে সচেতনতার বিশেষ উদ্যোগ সদর মহকুমা প্রশাসনের। সোমবার শহর আগরতলার বিভিন্ন স্থানে সদর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি টিম পরিদর্শনে বের হয়।

এই টিমের পক্ষ থেকে মূলত দেখা হয় যে শহর আগরতলায় মানুষ ঠিক ঠাক ভাবে মাস্ক পরছেন কি না। সদর মহকুমা প্রশাসনের টিমের পক্ষে এক আধিকারিক জানান, অধিকাংশ মানুষ মাস্ক পরছেন। কিছু অংশের মানুষ, তারা সংখ্যায় কম, তারা মাস্ক পরছেন না বলে তারা দেখতে পান। যারা মাস্ক পরেননি তাঁদের এদিন সতর্ক করা হয়েছে বলে জানান সদর মহকুমা প্রশাসনের টিমের এক আধিকারিক। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে প্রত্যেককে সচেতন থাকার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

দুই গাঁজা পাচারকারীর ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১ লক্ষ টাকা জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। গাঁজা পাচারের দায়ে দশ বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১ লক্ষ টাকা জরিমানা হয়েছে দুই পাচারকারীর। বিহারের ভাগলপুর জেলার বাসিন্দা মিঠু কুমার এবং অমর কুমার সিংকে আদালত ওই সাজা শুনিয়েছে। অনাদায়ে তাঁদের ৬ মাসের অতিরিক্ত কারাবাসের রায় দিয়েছে আদালত।

পাবলিক প্রসিকিউটর বিশ্বজিত দেব জানিয়েছেন, ২০২০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী আগরতলায় বাধারঘাট রেলওয়ে স্টেশনে ৩৩ কেজি গাঁজা সহ পুলিশের জালে ধরা পরেন ভাগলপুর জেলার বাসিন্দা মিঠু কুমার এবং অমর কুমার সিং। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে পুলিশ দেওঘর এক্সপ্রেস থেকে গাঁজা সহ তাদের গ্রেফতার করেছে। এনডিপিএসের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছেন।

বিশ্বজিত বাবু জানিয়েছেন, ওই মামলায় শুনানিতে আট জোন সাক্ষীর বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১০৩ ▫ ১৮ জানুয়ারি ২০২২ ইং ▫৪ মাঘ ▫ মঙ্গলবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

রাজনীতি নীতির রাজা রাজার নীতি

রাজনীতি একই অঙ্গে নীতির রাজা এবং রাজার নীতি। ভারতের আজকের শাসন ব্যবস্থায় রাজতন্ত্র এক অতীত অধ্যায়। এদেশের সংবিধান সংসদীয় গণতন্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছে। অতএব, রাজার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সরকার। সুবিশাল দেশ পরিচালিত হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অনুসারে। কেন্দ্রে যেমন একটি সার্বভৌম সরকার, তেমনি রাজ্যে রাজ্যে থাকে শক্তিশালী সরকার। রাজ্যের উন্নয়ন প্রাদেশিক সরকারের শক্তি ও দক্ষতার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। রাজ্যগুলির সমৃদ্ধিই সারা দেশের বিকাশকে সূচিত করে। ক্ষমতা ধরিয়ি রাখিতে শাসককে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। অন্যদিকে, ক্ষমতাসীন হওয়ার আশায় বিরোধীরাও কিছু কৌশল স্থির করে। তবে সবটাই সংবিধান নির্দিষ্ট বহু দলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নানা স্তরীয় নির্বাচনে তীব্র প্রতিযোগিতা লক্ষণীয়। এর সঙ্গে পুরনো দিনের সম্মুখসমরের তফাত হইল, এ মূলত নীতির লড়াই। প্রতিটি দলকে মানুষের কাছে যাইতে হয়। জনগণকে বোঝাইতে হয়, কোন নীতিতে তাহারা বাকিদের থেকে আলাদা। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিতে হয়। এজন্য প্রত্যেকের অতীত রেকর্ড যেমন তুলিয়া ধরিতে হয়, তেমনি জানাইতে হয় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা। এটাইকেই বলা হয় রাজনৈতিক লড়াই। এই সুস্থ লড়াইয়ের ভিতরে হিংসা এবং সংকীর্ণতার স্থান নাই। কিন্তু রাজনীতিতে শত্রুর অবস্থান একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই প্রাচীন অর্থনীতি-রাষ্ট্রনীতিতে শত্রুকে বশ করিবার কৌশল একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। শত্রু মোকাবিলার চারটি মোক্ষম উপায় জানাইয়াছিলেন প্রখ্যাত কূটকৌশলী চাণক্যসাম, দান, দণ্ড, ভেদ। সাম কথাটির দ্বারা কোনও কোনও শত্রুকে তোষণ বা তাহার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিতে বলিয়িছেন। প্রয়োজনে দানধ্যানের পথে যাইতে। শত্রুর অপরাধ যদি প্রমাণিত সত্য হয়, তবে তাহার আইনানুগ শাস্তি বিধান করিতে হইবে। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন শাসকের অবশ্যকর্তব্য। আর একটি কৌশল হইল শত্রুর মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি। শত্রুরা (আজকের ব্যবস্থায় বিরোধীরা) শাসকের বিরুদ্ধে যাহাতে কোনওভাবেই ঐক্যবদ্ধ হইতে না পারে সেই দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখিতে হইবে। কারণ, শত্রুরা যত দুর্বলই হোক না কেন, একতা তাহাদের পরাক্রমশালী করিয়া দিতে পারে। চালের ভুল হইলে আপাত শক্তিশালী শাসককেও নাস্তানাবুদ করিয়া দিতে পারে শত্রুদের জোট। এ কোনও কষ্ট কল্পনা নয়। লোকসভা, বিধানসভা-সহ বিভিন্ন নির্বাচনে একাধিকবার ডার্ক হর্সের উত্থান আমরা দেখিয়াছি। তাই আধুনিক রাজনীতিতেও 'রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্মে বন্ধুধর্ম নাই' নামক মহাভারতীয় নীতিও আদরণীয়।

কিন্তু এই নীতিকেও অন্যায্য বলা যায় না। এটা তখনই অন্যায় বলিয়া গণ্য হয় যখন একে কলুষিত করিবার চেষ্টা হয়। রাজধর্মে বা রাজনীতিতে পিছনের দরজা মোটেই বীরত্বসূচক নয়। রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা যখন দীনতায় আক্রান্ত হয়, দেউলেপনায় গ্রস্ত হয়, তখনই সংকীর্ণমনা রাজনীতিকের আধিক্য ঘটে। প্রতিযোগী, বিশেষ করিয়া শাসক শ্রেণি রাজনৈতিক লড়াইতে আস্থা হারাইয়া ফেলে। বিরোধী বা শত্রুর মোকাবিলায় অন্যায্য কৌশল নেয়। যেখানেই রাজনৈতিক কৌশল ব্যর্থতার আশঙ্কায় ভোগে সেখানেই তাহারা প্রশাসনের অপব্যবহার করে। ভোটের দিন যত আগাইয়া আসিবে, তাহাদের এই মূর্তি ততই হিংস্র রূপ নিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে শেষ বিচারক মানুষ। লক্ষ চোখে তারা সব নজর করে।

উনিশ শতকের গোড়ায়ই প্রকৃতি ও পরিবেশের গুরুত্ব বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ

বরুণ দাস

প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে আজ অনেকেই চিন্তিত। বিশেষ করে পরিবেশবিদরা। যারা এসব নিয়ে নিছক চিন্তাভাবনাই নয়, প্রাসহিগতক কাজকর্মও করে থাকেন। থাঁদের মতে, ' ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স' নাকি মার্জিনাল লেভেল ছাড়িয়ে গেছে। ফলে পৃথিবীর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। যে পরিবর্তন মানুষ ও জীবজন্তর পক্ষে মোটেই শুভ নয়। পরিবেশবিদদের এমনই ধারণা। যদিও সাধারণ মানুষ এসব নিয়ে খুব একটা ভাবিত নন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো এই, পরিবেশগত দুর্যোগে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সাধারণ মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হন বেশি।

ইতিমধ্যে আমরা ওই অনিবার্য পট-পরিবর্তনের শধু টের পাওয়াই নয়, অনেকেটা সম্মুখিনও হয়েছিল। শুধু আমাদের দেশেই নয়, টের পেয়েছেন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বহু মানুষও। প্রকৃত ও পরিবেশগত এই পরিবর্তনে মানুষ ও জীবজন্তর জীবনে নেমে এসেছে চরম বিপদ। যে বিপদ সামলানোর কোনও ক্ষমতা উন্নত ও আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির পক্ষেও সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দেশ-বিদেশে জীবনহানি তো বটেই, সম্পদহানিও ঘটেছে প্রচুর। প্রকৃতিক ও পরিবেশগত দুর্যোগের কাছে আমরা এখনও প্রায় নিতান্ত অসহায়ই বটে।

তবুও মানুষের চেতনার কোনও রকম উন্মেয় হচ্ছে না। যে জন্য পৃথিবীর এই পরিবেশগত পরিবর্তন, তা বন্ধে নানাবিধ প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হলেও আমরা অনেকেই তা গ্রাহ্য করছি না। মুখে শুধু আশঙ্কার কথা উচ্চারণ করছি বটে, কাজে একেবারেই অনীহা। বিশ্বব্যাপী প্রচারও আমাদের সচেতনতা বিন্দুমাত্রা বাড়ায়নি। যুগ যুগ ধরে আমাদেরই পাহাড়-প্রমাণ ভুল'ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স' হারাচ্ছে এই সুন্দর ও সমৃদ্ধ বিশ্বপ্রকৃতি। ক্রমশ বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। অথচ আমরা

নির্মোহ দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে আছি। আসলে আমাদের চিন্তাচেতনায় আগে কখনও আসেনি প্রকৃতি ও পরিবেশের বারসাম্যের কথা। ফলে তার বয়ঙ্কর পরিণাম নিয়েও কোনও রকম ভাবনাচিন্তা আসেনি আমাদের মাথায়। বিপদের আভাষ উপলব্ধি করার মতো মন ও মনন ছিল না। অথচ কি আশ্চর্য, আজ থেকে প্রায় বিরাশি বছর আগে জোড়াসাঁকোর 'জমিদার বংশের সন্তান' তথা 'বুর্জোয়া কবি' রবীন্দ্রনাথ বুঝেঠিলেন সকথা। শুধু বুঝেছিলেনই না, প্রকৃতি ও পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রাসঙ্গিক পদক্ষেপও নিয়েছিলেন নিজের তত্ত্ববধানে। কি সেই প্রাসঙ্গিক পদক্ষেপ? একবার জেনে নিই। ১৯৩৮ সালে শান্তিনিকেতন সংলগ্ন শ্রীনিকেতনে 'হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব' তিনিই শুরু করেন। তিনি তাঁর সময়ে হয়তো -বা আজকের মতো বহু -ব্যবহৃত 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং', 'গ্রিন হাউস এফেক্ট' কিম্বা 'ওজোন গহ্বর' ইত্যাদি ভারী ভারী কথাগুলি শোনেননি। কারণ তখন এসব নিয়ে আলোচনা কিম্বা লেখলেখি কোথায়? ফলে পরিবেশগত প্রসঙ্গত কোনওভাবেই উঠে আসেনি কারণ মুখে। ব্যতিক্রম বোধহয় জোড়াসাঁকো জমিদার পরিবারে জন্ম নেওয়া ওই 'বুর্জোয়া কবি'। কবির'পরিবেশ ভাবনা'-য় আমরা আনতে পারি তাঁর উদ্বিগ্নতার কথা।' আজ আমাদের অনুতাপ করবারসময় হয়েছে। আমাদের যা সামান্য শক্তি আছে তাই দিয়ে আমাদের প্রবিবেশে মানুষের কল্যাণকারী বনদেবতার দেবী। নির্মাণ করব এই পণ আমরা নিয়েছি।' স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, তাঁর 'বুর্জোয়া' মানে এমন পরিবেশ ভাবার উদয় হলো কিভাবে? জমিদার বংশের সন্তানের তো এমন কথা ভাবর কথা নয়। না আমাদের কৌতূহলের কোনও যথার্থ কবাব মেনে না একথা বলাই বাহুল্য।

এখানে উল্লেখ্য, যাঁরা স্কুলপাঠ্যের বাইরে রবীন্দ্রনাথকে কিছুটা অন্তত জানেন কিম্বা বোঝেন। (তাঁকে পড়ার মধ্য দিয়ে), তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে কবির কাছে স্বতঃ স্ফূর্ততা ও স্বাভাবিকতা ছিল জীবনে অন্যতম প্রধান ধর্ম। ক্রমশ প্রথাগত ধর্ম ছেড়ে এই ধর্ম তিনি আজীবন মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এজন্য কোনও রকম আপস করেনিনি। তাঁর দীর্ঘ জীবনে একথার প্রভূত প্রমাণ মেলে। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তভাবনার সম্যক পরিচয় দিয়েছেন। 'ঋষিকবি'র আখ্যা তো তাঁরই সাজে। বলাবাহুল্য, নগর-সব্যতা ও অতীতের আরণক সভ্যতার পার্থক্য বিশ্বকবিকে ভীষণ ভাবেই পীড়া দিতো। তাঁর কথায় ও লেখায় তার প্রমাণ পাই। তাই সম্ভবত উচ্চারণ করেছিলেন, 'দাও ফিরে সেই অরণ্য'। নগর-সভ্যতার কদর্য্য তাঁকে ভীষণভাবেই অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। প্রথম জীবনে অবিভক্ত বাংলাণ ছায়া-সুনিবিড় শিলাইদহ ও পরবর্থী জীবনে লালমাটিরদেশ বীরভূমের শান্তিনিকেতনেই কাটিয়েছেন জীবনের সিংহভাগ সময়। জন্ম ও মৃতুর সময়টুকু ছাড়া কোলাহলযুক্ত কলকাতা মহানগরে কতোটা সময় ছিলেন তিনি।? শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে তিনি সেখানকার প্রকৃতি ও পরিবেশেরযে পরিবর্তন দেখেছেন তাও উল্লেখ করেছেন তাঁর লেখায়। এই প্রসঙ্গে আলোচনাকালে 'অরণ্যদেবেতা'য় কি বলেছেন তিনি তা একবারজেনে নিই আমরা। ভূমির ক্রমিক ৭য়ে এই যে বোলপুরের ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না, এখানে ছিল অরণ্য সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে তার ফুলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন'।

শুধু কি আসন্ন বিপদের কথা উল্লেখ করে তিনি থেমে থেকেছেন? মোটেই নয়। বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার কথাও বাতলে দিয়েছেন তিনি 'রক্ষা পাওয়া'র কি সেই পথ? তাঁর কথায়, 'সেই বিপদ থেকে রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন তার ফল, দিজ্বান তারা ছায়া।'

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আবুধাবি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিস্ফোরণ, দায় স্বীকার হুথির

দুবাই, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : আবুধাবি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ড্রোন বিস্ফোরণে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা হামলা চালানোর দাবি করেছে। আবুধাবি পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে ছোট উড়ন্ত বস্তু উড়ে আসে, সম্ভবত ড্রোনের অন্তর্গত। দুটি এলাকায় পড়ার কারণে বিস্ফোরণ ও আগুনের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।এছাড়াও কমপক্ষে ৬ জন জখম হয়েছেন। পুলিসের অনুমান, ড্রোনগুলি আবুধাবিতে তিনটি তেল ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে থাকতে পারে। এরফলে সোমবার আরবের প্রধান বিমানবন্দরের নির্মীয়মাণ অতিরিক্ত অংশে আগুন লাগে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি কর্তৃপক্ষের তরফে রাজধানী আবুধাবিতে দুটি জায়গায় অগ্নিকাণ্ডের কথা জানানো হয়েছে। তাদের সন্দেহ, ড্রোনের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটানোয় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। তারা বিমানবন্দরের অগ্নিকাণ্ডকে 'ছোট' বলেও বর্ণনা করেছে। কোনও হতাহতের খবর নেই বলে জানানো হয়েছে।

আবুধাবি পুলিস বিমানবন্দরের আগুনকে "ছোট" বলে বর্ণনা করেছে। পুলিসের দাবি, আবুধাবির রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল কোম্পানি স্টোরেজের কাছে তিনটি পেট্রোলিয়াম পরিবহন ট্যাঙ্কারে পৃথক বিস্ফোরণ ঘটেছে।

সমাজবাদী পার্টির প্রার্থীরা টেবিলের নীচে টাকা দিচ্ছে, অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ-র

গাজিয়াবাদ, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী হওয়ার জন্য দলকে টেবিলের নীচে টাকা দিতে হচ্ছে বলে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সোমবার তিনি গাজিয়াবাদে বলেন, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের টিকিট দেওয়ার জন্য সমাজবাদী পার্টি টেবিলের নীচে টাকা নিচ্ছে। আদিত্যনাথ আরও বলেন, আমরা এই সমস্ত অপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি করব। সমাজবাদী পার্টির প্রার্থীদের কারণে গত পাঁচ বছরে অপরাধীরা বসবাস করেছে, যারা মুজাফফরনগর দাঙ্গার জন্য দায়ী। আদিত্যনাথ বলেন, সমাজবাদী পার্টি আবারও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। কাইরানা, বুলন্দশহর থেকে ব্যবসায়ীদের অপহরণের জন্য দায়ী অপরাধীদের নাম উল্লেখ করে তার আসল চরিত্র প্রদর্শন করেছে এবং এলআই উত্তরপ্রদেশের জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে সাধারণ মানুষের সমর্থনে, বিজেপি ১০ মার্চ সরকার গঠন করবে এবং এটি করবে। আদিত্যনাথের মতে, আগের মতই গুন্ডা এবং অপরাধীদের দমন করা হবে।

আবুধাবিতে বিমানবন্দরে আগুন ড্রোন-হামলায় তিনটি জ্বালানি ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণ

দুবাই, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): ড্রোন হামলায় ''সামান্য'' আগুন ধরে গেল আবুধাবির প্রধান বিমানবন্দরে, মূলত নিশানায় ছিল জ্বালানির ট্যাঙ্কার। ড্রোনের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটানো হয় তিনটি জ্বালানি ট্যাঙ্কারে। তবে, এই হামলায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। আবুধাবি পুলিশ জানিয়েছে, বিমানবন্দরে মৃদু আগুন লেগেছিল, স্টোরেজ ফেসিলিটির কাছে তিনটি পেট্রোলিয়াম পরিবহন ট্যাঙ্কারে পৃথক বিস্ফোরণ ঘটেছে। ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে হামলা চালানোর দাবি করেছে। আবুধাবি পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে ছোট উড়ন্ত বস্তু উড়ে আসে, সম্ভবত ড্রোনের অন্তর্গত। দুটি এলাকায় পড়ার কারণে বিস্ফোরণ ও আগুনের ঘটনা ঘটেছে। এর থেকে বেশি তথ্য না দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে, কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

দূষণের গরলে ভারতের নদীরা

কৌশিক রায়

পুরাণে রাজা ভগীরথের তপস্যায়, চন্দ্রচূড় মহাদেবের জটারণ্যে নিয়ন্ত্রিতা হয়ে মর্তে নেমে এসেছিলেন মকরবাহিনী সুরধনী, দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী সঙ্গে। পুণ্যতোয়া জাহ্নবী গঙ্গার শীতলস্রোতস্পর্শে শাপমুক্তি ঘটেছিল সগর রাজার শাপগ্রস্ত ষাট সহস্র সন্তানের। ভারতের নদীমাতৃকতার পবিত্রতা, জৈবনিক প্রয়োজনীয়তা এবং ধর্মাচরণের বহুবিধ প্রকাশ, লোকাচার, সংস্কার জড়িয়ে আছে গঙ্গা -গোদাবরী- নর্মদা- তাপ্তী- কৃষ্ণা-শতদ্রু-বিতস্তা-ভুঙ্গাভদ্রা নামক নদীগুলির নিত্যবহ অস্তিত্বের সাথে। তবে, গায়ক-নায়ক কিশোর কুমারের সুকণ্ঠে অমর হওয়া 'পতিত-পাবনী গঙ্গে, শান্তি দায়িনী সঙ্গে এবং অন্যান্য ভারতীয় নদী, শিল্পায়ন, নগরায়ণ এবং পরিবেশ দূষণের মতো মহাশত্রুদের সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে গিয়ে আজ ক্লান্ত, কলুষিতা, বিপন্ন এবং অস্তিত্বের সংকটে ম্রিয়মান। ভারতবাসীর জীবনরেখা হিসেবে চিহ্নিত এই নদীগুলির প্রায় সাড়ে তিনশোটির মতো স্থানে আজ দেখা দিচ্ছে জলদূষণের অনপয়ের আতঙ্ক। বর্তমান অতিমারীর নারকীয় আহবে এই নদীদূষণ, ভারতীয় জনস্বাস্থ্যের পরিকাঠামোটিকে আরও ভঙ্গুর করে তুলেছে।

জলশক্তি মন্ত্রক এবং ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গার পক্ষ থেকে 'নমামি গঙ্গে' নামক একটি, গঙ্গানদী শোধন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। সেখান থেকেই জানা যাচ্ছে ভারতের নদীসমূহে কতটা জলদূষণ হচ্ছে সেটা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ১৯২২ টি অনুসন্ধান কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। সেই কেন্দ্রগুলি থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের ওফর ভিত্তি করে রাজগীরের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক এবং স্কুল অফ ইকোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট স্টাডিজের শিক্ষক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'ডাউন টু আর্থ' পত্রিকার সাংবাদিক রেশমী ভার্মা জানিয়েছেন, প্রতিদিন বিভিন্ন লোকবসতি, কলকারখানা, কার্যালয়, পৌর এবং পঞ্চায়েত এলাকা থেকে প্রায় ২৩ হাজার ২৭৭ মিলিয়ন লিটারের মতো বর্জ্য পদার্থ ও জল, ভারতের বিভিন্ন নদীতে গিয়ে পড়ছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রক পর্যদের মতে ভারতে যে কয়টি দূষণ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র আছে, সেগুলির মধ্যে মাত্র অর্ধেক সংখ্যক কার্যশীল। সুতরাং, ভারতীয়

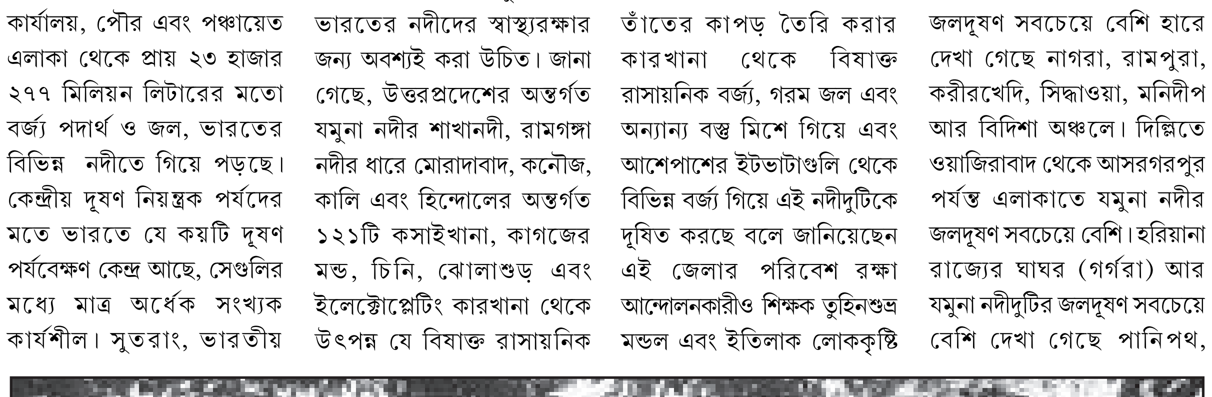

নগরাঞ্চলগুলি থেকে উৎপন্ন মোট বর্জ্য পদার্থের প্রায় ৮০ শতাংশই যে ভারতীয় নদীগুলির জলে মিশে গিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, মৎস্যভুক পাখি ও পশু, জলজ উদ্ভিদের জীবননাশ করে চলেছে সেই আতঙ্কজনক পরিসংখ্যানটি এই পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলি থেকে পাওয়া সম্ভবপর হয়নি। ভারতীয় নদীর জলে মিশেতে থাকা এবং জলে সংক্রামক কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়াদের নিধন করে, বর্জ্য পদার্থগুলিকে আবার ব্যবহার করার মতো প্রযুক্তি, আমাদের দেশে, জার্মানি-সুইজারল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মতো ততটা উন্নত নয়। এই ধরনের বর্জ্যজলের পুনর্ব্যবহার ভারতের নদীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অবশ্যই করা উচিত। জানা গেছে, উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত যমুনা নদীর শাখানদী, রামগঙ্গা নদীর ধারে মোরাদাবাদ, কনৌজ, কালি এবং হিন্দোলের অন্তর্গত ১২১টি কসাইখানা, কাগজের মন্ড, চিনি, ঝোলাশুড় এবং ইলেক্টোপ্লেটিং কারখানা থেকে উৎপন্ন যে বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য, নদীজলে গিয়ে পড়ছে-তার প্রভাব, সাধারণ মানবজীবনে অতি মারাত্মক। এই জলথেকে ত্বকের একজিমা ও ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, আর্সেনিকোসিস, জন্ডিস এবং হেপাটাইটিসের মতো রোগগুলি দেখা দিচ্ছে। গ্রীষ্মকালে নদীগুলির নাব্যতা কমে যাওয়ার জন্য এই দূষিত বর্জ্যগুলি, নদীজলে আরও বেশি পরিমাণে থাকে। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দিনাজপুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পুনর্ভবা এবং আত্রেয়ী নদীগুলির জলে গরমকালে একই কারণে আশেপাশের রাইস মিল এবং তাঁতের কাপড় তৈরি করার কারখানা থেকে বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য, গরম জল এবং অন্যান্য বস্তু মিশে গিয়ে এবং আশেপাশের ইটভাটাগুলি থেকে বিভিন্ন বর্জ্য গিয়ে এই নদীদুটিকে দূষিত করছে বলে জানিয়েছেন এই জেলার পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনকারীও শিক্ষক তুহিনশুভ্র মন্ডল এবং ইতিলাক লোককৃষ্টি গবেষক সুকুমার সরকার।

সম্প্রতি সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট নামক একটি পরিবেশ প্রেমী, গণআন্দোলনকারী সংগঠনের পক্ষ থেকে ভারতের নদীগুলির বিভিন্ন স্থানে জলদূষণের যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে সেটা দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। গুজরাটে জেতপুর গ্রাম থেকে সারান গ্রাম, লালিগ্রাম থেকে কাশিপুরা গ্রাম, খেলোজ থেকে ভাঙ্খা ও কাদোদারা থেকে আসোদ পর্যন্ত এলাকাগুলিতে ভদ্রা, খাবি, সবরমতী এবং বিশ্বামিত্রী নদীগুলির জলদূষণ আশঙ্কাজনক। মধ্যপ্রদেশে চম্বল, খন, খিপরা আর বেতগুলো নদীর জলদূষণ সবচেয়ে বেশি হারে দেখা গেছে নাগরা, রামপুরা, করীরখেদি, সিদ্ধাওয়া, মনিদীপ আর বিদিশা অঞ্চলে। দিল্লিতে ওয়াজিরাবাদ থেকে আসরগরপুর পর্যন্ত এলাকাতে যমুনা নদীর জলদূষণ সবচেয়ে বেশি। হরিয়ানা রাজ্যের ঘাঘর (গর্গরা) আর যমুনা নদীদুটির জলদূষণ সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে পানিপথ, সোনেপাট আর সিরসা অঞ্চলগুলিতে। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে দেবীকা নদীর জলে সবচেয়ে বেশি দূষণ দেখা গেছে গুরুঃ রবিদাস মন্দির থেকে নইন্সো পর্যন্ত এলাকাতে। গোদাবরী নদীর জলে সবচেয়ে বেশি দূষণ দেখা গেছে মহারাষ্ট্রের সোমেশ্বর মন্দির থেকে রাহেদ পর্যন্ত অঞ্চলে। এছাড়াও এই রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কালু, ভেল, ওয়াধা, মুলা, কাভালিকা, ভীমা, ইন্দ্রায়ণী, মিঠি, মোরানা এবং রাডিয়ার্ড কিপলিং এর রচিত, মোগলি-আকেলা-বালু-বাঘিরা-তাবাকি-শেরখানের গল্পে আগত ওয়েনগঙ্গা নদীগুলিও প্রকবল জলদূষণেণ মুখে পড়েছে। শিলিগুড়ি থেকে বিন্নাগাড়ি পর্যন্ত মহানন্দা নদীর জল প্রায় নরককুণ্ড। তেলেঙ্গানা রাজ্যে হায়দরাবাদ থেকে নাল্লাগোড়া পর্যন্ত মুসী নদীর জল সবচেয়ে বেশি দূষিত। পবিত্র দেবভূমি বলে পরিচিত কুল্প, মানালি-কাংড়া উপতকার হিমাচল প্রদেশে সুখানা আর মরকন্দ নদীদুটিও দূষণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তামিলনাড়ুতে কারেবী, তিরুমানিমুখার, বশিষ্ঠ আর সারাবাঙ্গা নদীগুলিতে সবেছেয়ে বেশি জলদূষণ দেখতে পাওয়া গেছে মেত্তুর মায়িলানুথুরাই, থিয়াগানুর এবং সালেম অঞ্চলগুলিতে। পরিবেশ দূষণ মুক্ত বলে চরিচিত উত্তর পূর্ব ভারতও অকেটা পর্যটক এবং ক্রমবর্ধমান আবাসনের দৌরাত্ম্যোর জন্য জলদূষণ থেকে রেহাই পায়নি। মেঘালয়ের মাউলিনাং, এশিয়া মহাদেশের পরিচ্ছন্নতম গ্রাম হলেও এই রাজ্যের উমঘ্রা আর উমশিইরপি দনীদুটিতে জলদূষণ দেখতে পাওয়া গেছে মাওলাই থেকে শিলং এবং ধাংকের পর্যন্ত। মণিপুরের নাম্বউল, নাগাল্যান্ডের ধানসিরি এবং অসমের ভারালু, বোরসোলা, সিলসাকো এবং সোরুসোলা নদীগুলিও দূষিত। ওড়িষাতে রাজধানী ভুবনেশ্বরের দিকে প্রবাহিত গাঙ্গুয়া দনীটির জলেও দূষণকারী পদার্থ পরিলক্ষিত হয়েছে। অবশ্য, উত্তর পূর্ব ভারতের সবচেয়ে দুটি বড়ো নদী ব্রহ্মপুত্র আর বরাকে জলদূষণ ততটা মারাত্মক নয়। মেঘালয়ের জয়ন্তিয়া পাহাড়ে নদীজলে অম্লত্ব দেখা গেছে। পাওয়া গেছে ফেরিক হাইড্রক্সাইড-ও । এই রাজ্যের কোপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পও এর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মানুষের কৃতকর্মের জন্যই হয়তো হড়কা বান আর জলোচ্ছ্বাস, ভাঙনের মধ্য দিয়ে নদীগুলি প্রতিশোধ নিচ্ছে। (সৌজন্যে- দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রত্যাহৃত ১৮ জানুয়ারি জাতীয় সড়ক অবরোধ এবং ১৯ জানুয়ারি আহূত ১২ ঘণ্টার ডিমা হাসাও জেলা বনধ কর্মসূচি

হাফলং (অসম), ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : আগামী ১৮ জানুয়ারি জাতীয় সড়ক অবরোধ এবং ১৯ জানুয়ারি আহূত ১২ ঘণ্টার ডিমা হাসাও জেলা বনধ প্রত্যাহার করেছে ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম। তদানীন্তন উত্তর কাছাড় তথা অধুনা ডিমা হাসাও জেলাকে দুভাগ করে দুটি পৃথক জেলা গঠনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে চূড়ান্ত বৈঠকে বসতে রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণ পেয়ে এবং করোনা পরিস্থিতি ইত্যাদি বিবেচনা করে আহূত বনধ এবং জাতীয় সড়ক অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়েছে, জানিয়েছেন ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরামের সভাপতি ডেভিড কেভম।

আজ সোমবার হাফলঙে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরামের সভাপতি ডেভিড কেভম ১৮ জনুয়ারি মঙ্গলবার সড়ক অবরোধ এবং ১৯ জানুয়ারি ১২ ঘণ্টার ডিমা হাসাও বনধ প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, ডিমা হাসাও জেলাকে দুভাগ করে দুটি পৃথক জেলা গঠনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে চূড়ান্ত বৈঠকে বসতে রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণ পেয়ে বনধ-এর কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছেন তাঁরা। এছাড়া ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোর নির্মাণকাজের জন্য মাহুর থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত যে সব গ্রামের বাসিন্দাদের কৃষিভূমি ও বাড়িঘর নষ্ট হয়েছিল, দীর্ঘদিন থেকে ওই সব গ্রামের বাসিন্দা ও ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরাম এবং ইন্ডিজেনাস উইমেন ফোরাম জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণ মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি মিটিয়ে দিচ্ছে না বলে ১৮ জানুয়ারি ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে ১৯ জানুয়ারি হাফলঙে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক এবং কোভিডের ব্যাপক সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে প্রস্তাবিত সড়ক অবরোধ কর্মসূচিও প্রত্যাহার করে নিয়েছে ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরাম ও ইন্ডিজেনাস উইমেন ফোরাম।

ডেভিড কেভম বলেন, রাজ্য সরকারের কাছ থেকে দুটি ইস্যুতে আলোচনায় বসার আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ পাওয়ার পরই তাঁদের এই কর্মসূচি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিকে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসন এবং উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ ক্যাবিনেট বৈঠক যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সে ব্যাপারে সব ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে ফেলেছে। মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং তাঁর মন্ত্রিসভার ১৪ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যসচিব হাফলং এসে যাবেন। ১৯ জানুয়ারি বেলা ১১টায় জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে ক্যাবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এদিন হাফলঙে বেশ কয়েকটি প্রকল্প এবং কাজের উদ্বোধন করার কথা মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মার। এর মধ্যে রয়েছে হাফলং সরকারি হাসপাতালের অক্সিজেন প্ল্যান্ট, এনএল দাওলাগাপু স্পোর্টস কমপ্লেক্স, হাফলং হ্রদের উপর পর্যটকদের জন্য নির্মিত জিপ লাইলিং, দিবারাইয়ে হেলিপেড, কৃষি ভবন ও হাফলং সরকারি মহাবিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন।

আমরা বাঙালীর প্রবীণ কর্মী প্রয়াত নিতাই শীলকে স্মরণ করলেন দলীয় নেতা কর্মীরা। সোমবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

আসন্ন সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে করিমগঞ্জে অনলাইনে রচনা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন প্রশাসনের

করিমগঞ্জ (অসম), ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : আসন্ন সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে করিমগঞ্জে এই দিনটি সুরক্ষিত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনলাইন মোডে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রচনা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এতে দেশাত্মবোধক রচনা প্রতিযোগিতার জন্য নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের এ ফোর সাইজ কাগজে ৩০০ শব্দের মধ্যে ইংরেজি, বাংলা অথবা অসমিয়া ভাষায় রচনা লিখতে হবে।

রচনার বিষয়গুলি (১) ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন : অ্যা ইউনিভার্সাল রেপ্লিকা অব দ্য ডেমোক্যাইনটিক ইডিওলজি (ভারতীয় সংবিধান : গণতান্ত্রিক আদর্শের সর্বজনীন প্রতিরূপ), (২) কনস্টিটিউশন অবইন্ডিয়া : রাইটসঅ্যান্ড ডিউটিজ অব ইন্ডিয়ান সিটিজেনস (ভারতের সংবিধান : ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য), (৩) রিপাবলিক ডে : অ্যা ডে অব প্রাইড, অ্যামবিশন অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস (প্রজাতন্ত্র দিবস : একটি গর্ব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং আত্মত্যাগের দিন)। এই তিনটি বিষয়ের যে কোনও একটির ওপর রচনা লিখে যে কোনও ক্যামেরা দিয়ে ফটো তুলে অথবা স্ক্যান করে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৬০০৩৪ ৯৯৮৬৭-এ পাঠাতে হবে।

এদিকে অঙ্কন প্রতিযোগিতার জন্য গ্রুপ-এ নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এবং গ্রুপ-বি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য তিনটি বিষয়কে নিতে হবে। অঙ্কন প্রতিযোগিতার বিষয়গুলি যথাক্রমে (১) পট্র্যাইট অব অ্যা ফ্রিডম ফাইটার (একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর ছবি), (২) অ্যান আর্টিস্টিক এক্সপ্রেশন অব অ্যানি ওয়ান অব দ্য ফিচার অব দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন (ভারতীয় সংবিধানের যে কোনও একটি বৈশিষ্ট্যের শৈল্পিক অভিব্যক্তি), (৩) করোনা ওয়ারিস কামিং ফোরওয়ার্ড ইন দ্য এরাডিক্যাশন অব করোনা (করোনা নির্মূলে এগিয়ে আসছেন করোনা যোদ্ধারা)। এই অঙ্কন প্রতিযোগিতার নিয়মাবলীতে রয়েছে, ছবি অঙ্কনের জন্য যে কোনও মাধ্যম ব্যবহার করা যাবে। তবে ডিজিটাল মাধ্যমে করা যাবে না। অঙ্কন এ-ফোর অথবা এ-থ্রি সাইজের কাগজে করতে হবে। ছবির অঙ্কন মূলত শিল্পকর্ম হতে হবে এবং অঙ্কন শুরু করার সময় মধ্যকালীন সময় এবং শেষের দিকের একটি ভিডিও তৈরি করতে হবে। অঙ্কন শেষ হওয়ার পর যেকোনো ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে অথবা স্ক্যান করে ভিডিও সহ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৬০০৩৪ ৭১১৩৭-এ পাঠাতে হবে। প্রতিযোগিতা দুটিতে সংশ্লিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ছবি ২৩ জানুয়ারি বিকাল ৫-টার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের নিজের নাম, শ্রেণি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম সহ পাঠাতে বলা হয়েছে।

করোনা-ওমিক্রণের জোড়া ফলায় সঙ্কটে দার্জিলিং ডুয়ার্স সার্কিটের পর্যটন

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনা-ওমিক্রণের জোড়া ফলায় সঙ্কটে দার্জিলিং, ডুয়ার্স সার্কিটের পর্যটন। সেখানেও সব বন্ধ, এমনটা নয়। কিন্তু পর্যটকের দেখা খুব একটা নেই। এই অবস্থায় স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের একটি সংগঠন মুখ্যমন্ত্রীর শরনাপন্ন হয়েছে। দার্জিলিংয়ে হাতে গোনা দু”-চারজন পর্যটক রয়েছেন। কার্যত মাছি তাড়াচ্ছে ম্যাল। সরকার ৫০ শতাংশ কর্মী বা পর্যটক নিয়ে হোম স্টে, হোটেল, রিসর্ট খোলা রাখতে বললেও জঙ্গল বন্ধ থাকায় কোনও পর্যটক পা বাড়াচ্ছেন না। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা তথা ডুয়ার্স টুরিজম ডেভলপমেন্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক দীপ্তেন্দু দে সোমবার বলেন, “এখানে জঙ্গলই তো মূল আকর্ষণ। সেটাই যদি বন্ধ থাকে তো লোকে আসবে কেন? জানুয়ারিতে খুব ভাল বুকিং ছিল। কিন্তু হঠাৎ সব শেষ হয়ে গেল জঙ্গল বন্ধ হওয়ায় এখন রিসর্ট, হোটেল খুলে রাখা মানে তো আর্থিক বোঝা। তাই জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি দেখার জন্য আবেদন করা হয়েছে।’

বিধানসভা নির্বাচনের মুখে মণিপুরে উদ্ধার বহু আগ্নেয়াস্ত্র

ইমফল, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : নির্বাচনমুখী মণিপুরে আসাম রাইফেলস বাজেয়াপ্ত করেছে আগ্নেয়াস্ত্র।

আজ সোমবার আসাম রাইফেলস সূত্রে এই খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, গত শুক্রবার গোপন সূত্রে গোয়েন্দাদের কাছে খবর এসেছিল, ননে জেলার কোনও এক জায়গায় বহু পরিমাণের আস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ওই তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আজ সোমবার ভোরে বহু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছেন ননে জেলায় নিয়োজিত ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। অভিযানে একটি ম্যাগজিনের সঙ্গে একটি ৯ এমএম পিস্তল, ৭.৬২ এমএম পিস্তলের ১২ রাউন্ড সক্রিয় গুলি, এম ১৬ সিরিজের রাইফেলের একটি ম্যাগাজিন, বহু সেনা পোশাক, কম্বল, টুথপেস্ট, হাতুড়ি, দা-খুড়কি, তিনটি গুলতি, দুটি হাতঘড়ি, দাহ্য ভরতি চারটি জ্যারিক্যান, তিনটি মোবাইল ফোনের হ্যান্টসেট, একটি দূরবিন ইত্যাদি উদ্ধার করেছেন আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা।

সূত্রটি আরও জানিয়েছে, এর আগে আসাম রাইফেলসের কেইথেলমানবি ব্যাটালিয়ন ও মণিপুর পুলিশের যৌথ অভিযানে গিয়ে ইমফল পশ্চিম জেলার কেইথেলমানবি বাজার থেকে একটি ৯ মিমি পিস্তল সহ কেএনএফ (পি)-এর এক জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ৬০ আসনের মণিপুর বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত দুই দফায়, যথাক্রমে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ৩ মার্চ। নির্বাচনের আগে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় বেজায় চর্চা চলছে রাজ্যের ওয়াকিবহাল মহলে। কেননা, গত ৯ জানুয়ারি প্রাক-নির্বাচনী হিংসায় মৃত্যুবরণ করেছেন দুজন। তাঁদের একজন বিজেপি কার্যকর্তা এবং অন্যজন রাজ্যে নিয়োজিত ইন্ডিয়ান রিজার্ভ (আইআর) ব্যাটালিয়নের হাবিলদার।

প্রসঙ্গত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইতিমধ্যে রিপোর্ট করেছে, নির্বাচনমুখী মণিপুরে রক্তাক্ত নাশকতার পরিকল্পনা করেছে মায়ানমার-ভিত্তিক কয়েকটি জঙ্গি সংগঠন। ওই গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্য জুড়ে লাল সতর্কবার্তা জারি করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর। তাছাড়া প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে গত বৃহস্পতিবার (১৩ জানুয়ারি) ভোর প্রায় সাড়ে চারটা নাগাদ মায়ানমারের সেনাম গ্রামে ঢুকে নিষিদ্ধ পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-র দুই সশস্ত্র ক্যাডারকে গুলি করে ধরাশায়ী করেছেন ভারতীয় প্যারা স্পেশাল ফোর্সের (এসএফ) জওয়ানরা।

শীতলকুচির গুলিকাণ্ডে সিআইএসএফ ও সিআইডি-র রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি. স.) : শীতলকুচি গুলি কাণ্ডে আমাগী মাসের মধ্যে সিআইডিকে তদন্তের রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল আদালত। ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তদন্তের রিপোর্ট জমা করতে হবে, পাশাপাশি সিআইএসএফকেও রিপোর্ট জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শীতলকুচি বুথে গুলিকাণ্ডে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে হলফনামা আগেই তলব করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। ১০ এপ্রিল, চতুর্থ দফার ভোটের দিন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কোচবিহারের শীতলকুচি। জোড়পাটকির ১২৬ নম্বর বুথে ব্যাপক গণ্ডগোল শুরু হয়। গণ্ডগোল থামাতে গিয়ে গুলি চালায় কেন্দ্রীয় বাহিনী। অভিযোগ, বাহিনীর গুলিতে চারজনের মৃত্যু হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয়। গত ১২ এপ্রিল প্রথম শীতলকুচি-কাণ্ডে মামলা দায়ের করেন আইনজীবী আমিনুদ্দিন খান। সূত্রের খবর, সিআইডির পেশ করা রিপোর্টে লেখা হয়েছে, শীতলকুচি-কাণ্ডের তদন্ত শেষ করেছে সিআইডি। গুলিকাণ্ডের তদন্ত করতে সিআইএসএফ জওয়ানদের সামনাসামনি জেরা করার আবেদনও জানানো হয়েছে। রাজ্যের আইনজীবী বলেছেন, এই নিয়ে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে তিনটি মামলা দায়ের হয়েছে। অভিযোগ, সিআইএসএফ তদন্তে সাহায্য করছে না। তাই পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সিআইডির অনুমান, বুথ লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। দরজা ভেদ করে সেই গুলি লাগে ব্ল্যাকবোর্ডে! এমনকী, ব্ল্যাকবোর্ডে একটি চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এরপর ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেন ফরেন্সিকের টিমের বিশেষজ্ঞরা। ভবানীভবনে কোচবিহারের তৎকালীন পুলিশ সুপার দেবাশিস ধরকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছেন সিআইডির আধিকারিকরা।

উত্তমকুমার-সন্তোষ দত্তর মুখে মাস্ক করোনা সচেতনতায় মেট্রোয় বিশেষ উদ্যোগ

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি. স.) : পায়ে পায়ে কেটে গিয়েছে চার দশকের ওপর। পুরনো হয়েও যেন পুরনো হতে চায়না ‘ওগো বধূ সুন্দরী’-র গানগুলো। আর তাই সেই গানের কলিই ফিরিয়ে আনা হল মেট্রোয় করোনার প্রচার অভিযানে। ‘শুধু তুমি নও অবলাকান্ত, অনেকেরই বলার সময় খেয়াল থাকে না।’ সত্যিই এখনও অনেকেরই খেয়াল থাকে না। মুখে মাস্ক পরতে। তাই মেট্রো ভ্রমণের আগে যাত্রীদের সে কথাই মনে করাচ্ছেন ‘ওগো বধূ সুন্দরী’ সিনেমার পুঁথিবাবু (উত্তমকুমার)। তিনি অবলাকান্তকে (সন্তোষ দত্ত) বলছেন, “বুঝলে বাবু অবলাকান্ত, যারা মাস্ক পরে না তারা মেট্রোয় চড়ে না।” ছবিতে উত্তমকুমার এবং সন্তোষ দত্ত দু’জনের মুখেই রয়েছে মাস্ক। ওমিক্রন আতঙ্কের মধ্যে যাত্রীদের সচেতন করতে এর আগে একাধিক পদক্ষেপ করেছে কর্তৃপক্ষ। তারা আরপিএফকে দিয়ে প্রতি স্টেশনে প্রচার চালিয়েছে ‘নো মাস্ক নো মেট্রো’ কর্মসূচির। কিন্তু তাতেও মানুষের মধ্যে হুঁশ ফেরেনি। আর এবার তাই মাস্কের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে ১৯৮১-তে মুক্তিপ্রাপ্ত, সলিল দত্ত পরিচালিত ‘ওগো বধূ সুন্দরী’ সিনেমার একটি দৃশ্যকে মিম বানিয়ে মেট্রোর তরফে প্রচার চালানো হচ্ছে। এই দৃশ্য দেখলে মানুষের মনে হাস্যরস তৈরির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সচেতনও হবেন বলেই আশা কর্তৃপক্ষের। আর যেহেতু এটি একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সিনেমার দৃশ্য এবং তাতে উত্তমকুমার রয়েছেন, সে কারণে তা মানুষের মনে অত্যন্ত প্রভাব ফেলবে বলেও দাবি করছেন মেট্রো কর্তারা। মেট্রোর তরফে সামাজিক মাধ্যমে তো বটেই বিভিন্ন স্টেশনেও এই ছবি দেওয়া হবে যাত্রীদের সচেতন করতে।

তরুণ ভারতের টিকা নেওয়ার উৎসাহে আপ্লুত মনসুখ, অভিনন্দন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): এই তো সেদিন শুরু হল, মাত্র ১৪ দিনের মাথায় ভারতে ৩.৫ কোটিরও বেশি ১৫-১৮ বছর বয়সী তরুণ-তরুণী কোভিড-টিকার প্রথম ডোজ নিয়ে ফেলেছেন। তরুণ ভারতের এই টিকা নেওয়ার উৎসাহ দেখে আপ্লুত ও উচ্ছ্বসিত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। টুইট করে সকলকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন তিনি। সোমবার টুইট করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য জানিয়েছেন, কোভিড টিকাকরণের জন্য তরুণ ভারতের মধ্যে দারুণ উৎসাহ। ৩ জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত ৩.৫ কোটিরও বেশি ১৫-১৮ বছর বয়সী তরুণ-তরুণী কোভিড-টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন। আমার সমস্ত তরুণ বন্ধুদের অভিনন্দন যারা টিকা পেয়েছেন।

সহজ ঋণের শর্তে বিভিন্ন অ্যাপে পাতা ফাঁদ, সতর্ক করল লালবাজার

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি. স.) : সহজেই মিলবে ঋণ। বিভিন্ন চেনা-অচেনা অ্যাপের বিজ্ঞাপণ দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জনতা। আর এবার অনলাইন প্রতারণা নিয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করার অভিযানে নামল খোদ লালবাজার।

প্রতারকদের পেতে রাখা ফাঁদে পা দিয়ে সর্বস্ব খুঁইয়েছেন বহু মানুষ। এমনকি পুলিশকর্মীরাও এই ফাঁদে পা দিয়ে প্রতারিত হয়েছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন ই-ওয়ালেটেও পাতা হচ্ছে ফাঁদ। প্রতারকরা এমন কিছু ই-ওয়্যালেট বেছে নিচ্ছে যা সম্পর্কে পুলিশও ওয়াকিবহাল নয়। কলকাতা পুলিশের তরফে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সতর্কবার্তা জারি করেছে লালবাজার। তাতে রাজ্যবাসীকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে কোনও ঋণের বিজ্ঞাপণ দেখে বা অচেনা ই-ওয়ালেটে লেনদেন না করতে। একমাত্র চেনা সংস্থার ওয়েবসাইট বা বহুল প্রচলিত ই-ওয়ালেট ব্যবহার করতে।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, বেশ কয়েকটি নতুন ই-ওয়ালেট সম্পর্কে জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা। এই ধরণের অ্যাপ থেকে লেনদেন করে টাকা গায়েব হয়ে যাচ্ছে গ্রাহকদের। আবার সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার নামে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। সেখানেও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও আধার-প্যান নম্বরের বিশদ দিয়ে আবেদন করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঋণের টাকা পাওয়ার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। এখানেও রয়েছে প্রতারণার ফাঁদ। অনেকেই ঋণ পাচ্ছেন। আবার নতুন করে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছেন প্রতারকদের কাছ থেকে। যেমন বেশি টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য চাপ বা বিভিন্ন ভাবে ভয় দেখানো হচ্ছে।

সূত্রের খবর, সহজ শর্তে ঋণ নেওয়ার পর লেকটাউনের এক তরুণী ভয়ের শিকার হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর অভিযোগ, মাস কয়েক আগে তিনি একটি অ্যাপ তিনি ডাউনলোড করেন এবং ঋণ নেন। টাকা শোধের জন্য তাঁকে সাত দিন সময় দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ সেই টাকা শোধ করার আগেই অপরিচিত নম্বর থেকে তরুণীকে বার্তা পাঠিয়ে হুমকি দেওয়া হয়। যদি টাকা পরিশোধ না করা হয় তাহলে তাঁর মোবাইলে থাকা সব যোগাযোগ নম্বরে ফোন করে তাঁর টাকা ধার নেওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হবে। দাবি, নির্দিষ্ট লিঙ্কে সাড়া দেওয়ার পরই মোবাইলের সব যোগাযোগ বেহাত হয়ে যাওয়া সম্ভব। তাই প্রতারণার হাত থেকে বাঁচতে কোনও অপরিচিত নম্বর থেকে আসা লিঙ্কে সাড়া না করার আর্জি জানিয়েছে লালবাজার।

অপরদিকে বেশ কিছু এটিএম জালিয়াতির তদন্ত করতে গিয়ে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ ও বিভিন্ন থানার তদন্তকারীরা দেখেছেন যে, জালিয়াতরা বেছে বেছে ব্যবহার করছে কয়েকটি আনকোরা ই-ওয়ালেট। কিন্তু তদন্তের সময় ওই সমস্ত অ্যাপের কোনও হদিশ পায়নি তদন্তকারীরা। এমনকি ওই ই-ওয়ালেটগুলি সংস্থাকে মেল করেও কোনও উত্তর মিলছে না দাবি পুলিশের। ফলে প্রতারিত হওয়া ব্যক্তিদের টাকা ফেরত দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না পুলিশের পক্ষে। আর এই ভাবে জালিয়াতদের পক্ষে টাকা হাতানো সহজ হয়ে যাচ্ছে। সাইবার বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, কোনও ই-ওয়ালেট সংস্থার মাধ্যমে লেনদেন করার আগে ওই সংস্থার কাছে রিজার্ভ ব্যাংক এসএসএল শংসাপত্র আছে কিনা জেনে নেওয়া জরুরি।

‘রাষ্ট্রদ্রোহিতা’, অপর্ণা সেনের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ কল্যাণ চৌবের

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি. স.) : প্রাক্তন অভিনেত্রী ও পরিচালক অপর্ণা সেনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ দায়ের হল। সোমবার কলকাতায় এই অভিযোগ করেছেন বিজেপি নেতা কল্যাণ চৌবে। কল্যাণবাবুর অভিযোগ, গত বছরের নভেম্বর মাসে অপর্ণা সেন বিএসএফ জওয়ানদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মতো যে গুরুতর অভিযোগ তুলেছিলেন, তা তিনি প্রত্যাহারও করেননি বা ওই মন্তব্যের জন্য ক্ষমাও চাননি। দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মতো যে গুরুতর অভিযোগ অভিনেত্রী এনেছেন, যা রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল। তাই অপর্ণার বিরুদ্ধে পুলিশ যাতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয় তার জন্যই তিনি ওই লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এখানেই থেমে যাননি কল্যাণ। রীতিমত হুমকির সুরে জানিয়ে দিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা না নিলে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হবেন। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, “ফৌজদারী বিধির ৫৪ নম্বর ধারায় এই অভিযোগ দায়ের করেছি। প্রতিলিপি দিয়েছি পুলিশ কমিশনার ও ডিসি ইএসডিকেও।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ১৬ নভেম্বর একটি সাংবাদিক বৈঠকে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন অপর্ণা সেন। রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফের এক্তিয়ার বাড়ানো প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ‘যে বিএসএফ আছে, তা কি যথেষ্ট নয়। কীভাবে ছিটমহলের মানুষের উপর অত্যাচার হয়। ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়।’ সেই মন্তব্যের জেরেই বিজেপির নেতারা অপর্ণার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেন। পাশাপাশি সেই সময়েই কল্যাণ চৌবে অপর্ণাকে চিঠি পাঠিয়ে ওই মন্তব্য প্রত্যাহার বা ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান। অপর্ণা এখনও সেই চিঠির কোনও জবাব দেননি। এবার তাই অপর্ণার বিরুদ্ধে সোজা থানায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ দায়ের করেছেন কল্যাণবাবু।

শ্লীলতাহানির প্রতিবাদে পথ অবরোধ ঘিরে ধুন্ধুমার দেওয়ানহাটে, জখম দুই পুলিশকর্মী

দেওয়ানহাট, ১৭ জানুয়ারি (হি. স.) : পথ অবরোধ ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি কোচবিহারের দেওয়ানহাটে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসলে উত্তেজিত জনতা তাঁদের উদ্দেশ্যে পাথর ছোড়ে। পাথরের আঘাতে জখম হন দুই পুলিশকর্মী। ঘটনাস্থল নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায় পুলিশকর্মীরা। ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা পরিস্থিতি। তবে কিছুক্ষণের চেষ্টার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় পুলিশবাহিনী। অভিযুক্তকে ধরতে এলাকায় টহলদারি চালাচ্ছে বিশাল পুলিশবাহিনী।

পথ অবরোধকারীদের দাবি, গত সপ্তাহে পরিচারিকার কাজ সেরে ফিরছিলেন কোচবিহারের নিউ কদমতলার বাসিন্দা এক মহিলা। অভিযোগ, সেই সময় কয়েকজন যুবক তাঁর শ্লীলতাহানি করে। বাধা দিতে গেলে ওই যুবকেরা তাঁর মাথায় আঘাত করে। কোচবিহারের এক হাসপাতালে ভরতি করা হয় তাঁকে। ইতিমধ্যেই গত বৃহস্পতিবার পুলিশের দ্বারস্থ হন মহিলার ছেলে। অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। তবে তাঁর দাবি, মাঝে বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও অভিযুক্ত অচিন্ত্য বর্মন ও গণেশ পালের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি পুলিশ। প্রতিবাদে এদিন সকালে কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা ও নির্যাতিতা আত্মীয় পরিজন। অবরোধের জেরে অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়কে ব্যস্ত সময়ে ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। অবরোধ হঠাতে তৎপর হয় পুলিশ। প্রথমে অবরোধকারীদের অবরোধ তুলতে বলা হয়। তবে তাতে কান দিতে নারাজ অবরোধকারীরা। এরপর পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট, পাথর ছুঁড়তে শুরু করে তারা। ঘটনায় দুই পুলিশকর্মী জখম হন। পালটা কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় পুলিশ। তাতেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় অবরোধকারীরা। এই ঘটনার পর থেকেই উত্তপ্ত গোটা এলাকা। যাতে আর নতুন করে কোনও উত্তেজনা তৈরি না হয় তাই বিশাল পুলিশবাহিনী এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। তবে এখনও অভিযুক্ত কাউকেই পাকড়াও করা যায়নি।

ঢাকায় করোনা আক্রান্ত ৬৯ শতাংশের শরীরে মিলল ওমিক্রন, উদ্বেগ স্বাস্থ্য দফতরের

ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি (হি. স.) : বাংলাদেশের ঢাকাতে করোনা আক্রান্তদের ৬৯ শতাংশের শরীরে মিলল নয়া প্রজাতি ওমিক্রন। সোমবার একথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। দশদিনের মধ্যেই ওমিক্রনে শনাক্তদের হার ১৩ শতাংশ থেকে ৬৯ শতাংশে পৌঁছেছে। করোনা সংক্রমণ এভাবে বেড়ে চলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য দফতর। এদিন সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা ঢাকায় করোনা আক্রান্তদের জিনোম সিকোয়েন্সিং করে জানতে পেরেছি, ওমিক্রন আক্রান্তের হার এখন ৬৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। টিকা দেওয়া সত্বেও ডেল্টা ও ওমিক্রনে আক্রান্তদের সংখ্যা যেভাবে লাফিয়ে বাড়ছে, তা যথেষ্টই অশনিসঙ্কেত। হাসপাতালেও রোগী ভর্তির সংখ্যা গত কয়েকদিনে বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী এক-দেড় মাসের মধ্যে হাসপাতালে রোগী ভর্তির কোনও সুযোগ থাকবে না। চিকিৎসা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।’ তবে ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়ে এখনও পর্যন্ত কারও মৃত্যু হয়েছে কিনা, তা নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানাতে পারেননি তিনি। অন্যদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক খুরশীদ আলমও দেশজুড়ে করোনার বেলাগাম সংক্রমণকে ‘অশুভ ইঙ্গিত’ বলেই মনে করছেন।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

শীতকালে যেসব খাবার ওজন বাড়ায়

শীতের দিন এলেই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় যেন খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। সেই সঙ্গে পিঠা-পুলির উতব নিয়ে বিশেষ আকর্ষণ থাকে শীতে। আর এসব কারণে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে ওজন। এমনিতে শীতের কারণে শরীরের কার্যকলাপ হ্রাস পায়, সেই সঙ্গে মেটাবলিজমও কমতে থাকে। তৃতীয়ত, শীত থেকে বাঁচতে মানুষ খাওয়াদাওয়াও করে বেশি। আর এসব কারণে শীতে ওজন বাড়ে দ্রুত। যেসব খাবারের কারণে ওজন বাড়ে চলুন জেনে নেওয়া যাক।

ক্রিমি স্যুপ : এক বাটি স্যুপ ছাড়া যেন শীতকাল অপরিপূর্ণ। স্যুপ একদিকে যেমন ক্ষুধা নিবারণ করতে সাহায্য করে, শরীর উষ্ণ রাখে আবার প্রয়োজনীয় পুষ্টিও সরবরাহ করে।

তবে আপনি যদি ক্রিমযুক্ত স্যুপ খান, তাহলে দ্রুত ওজন বাড়বে। ক্রিমি স্যুপের পরিবর্তে আপনি ক্লিয়ার স্যুপ যেমন- টমেটো, সবজি দিয়ে স্যুপ বানিয়ে খাওয়া শুরু করেন। কারণ ক্রিমের কারণে স্যুপের ক্যালোরি বেড়ে যায় আর এতে করে বেড়ে যায় ওজন।

মিষ্টি জাতীয় খাবার : শীতের দিনে মিষ্টিজাতীয় খাবার খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। গাজরের হালুয়া, তিলের লাড্ডু, গোলাপ জামুন শীতের বিভিন্ন পিঠা এসব শীতকালে যেনো চলতেই থাকে। তবে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে আপনাকে এসব খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। তাই বলে যে একেবারে শীতের পিঠা খাবেন না বিষয়টি এমন না। মাঝেমধ্যে আপনার পছন্দের ডেসার্ট খেতেই পারেন, তবে তা যেন পরিমাণে খুব বেশি না হয়। আর চেষ্টা করুন বাড়িতে বানিয়ে এসব খাবার খেতে। পরোটা : শীতে গরম গরম পরোটা খেতে কতই না ভালো লাগে। আর পরোটা যদি ঘি বা বাটার দিয়ে ভাজা হয়, তাহলে তো আর কথাই নেই। চাইলে আলু বা অন্যান্য সবজি দিয়েও এ পরোটা বানানো যায়। তবে স্বাস্থ্যকর পরোটার বিষয় এলে আপনাকে ঘিয়ের ব্যবহারের প্রতি অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। ফ্যাট যেমন শরীরকে উষ্ণ রাখতে সহায়তা করে, তেমনি বেশি মাত্রায় ফ্যাট গ্রহণ করলেও তা ওজন বাড়ায় দ্রুত। এ জন্য এসব বিষয় মাথায় রেখে তারপর পরোটা খেতে হবে। চাইলে ঘি দেওয়া পরোটা খেতে পারেন, তবে তা যেন প্রতিদিন না হয়।

চা, কফি :

চা-কফি ছাড়া যেন শীতকাল কল্পনা করা যায় না। এক কাপ চা অথবা কফি শীতে আমাদের উষ্ণ রাখে। তবে চা বা কফিতে দুধ-চিনি খুব বেশি মাত্রায় দেওয়া হলে তা ওজন বাড়ায় দ্রুত। এ জন্য দিনে ২-৩ কাপের বেশি চা-কফি না খাওয়াই ভালো। এ ছাড়া মাঝেমধ্যে ব্ল্যাক টি, হারবাল টি খেতে পারেন। হারবাল টিতে অ্যান্টি অক্সিডেন্টের পরিমাণ বেশি থাকে এবং অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য থাকে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো হারবাল টিতে ক্যালোরি কম থাকে এবং এতে মেটাবলিজম বৃদ্ধি পায়।

আপনি কি অ্যাসপিরিন খান
সাবধান হার্টের সমস্যা দেখা দিতে পারে

নতুন এক গবেষণা জানাচ্ছে, অ্যাসপিরিন হৃদযন্ত্রের সমস্যা অন্তত ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি করে। তবে এর সঙ্গে ওবেসিটি, ধূমপান, উচ্চ রক্তচাপ, হাই কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস, কার্ডিয়োভাসকুলার সংক্রান্ত অন্য সমস্যাও ঝুঁকি বাড়ায়।

ইএসসি হার্ট ফেলিওর জার্নালে এ সংক্রান্ত গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে।

জার্মানির ইউনিভার্সিটি অফ ফ্রেইবার্গের ড় ব্লেরিম মুজাজ বলেন, অ্যাসিপিরিন ব্যবহার এবং এর জেরে হৃদযন্ত্রের সমস্যাঘটিত গবেষণা এই প্রথম। এই গবেষণার ফল আগামি দিনে খুবই কার্যকরী হবে। যদিও এখনও খুব স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না, অ্যাসপিরিন নিলেই হার্ট ফেলিওরের আশঙ্কা থাকছেই। তবে বিষয়টি নিয়ে ভাবনার অবকাশ আছে এবং এ সংক্রান্ত আরও গবেষণা আগামি দিনে জরুরি।

এ বিষয়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল। ৭,৬৯৮ জন অ্যাসপিরিন নিয়েছিলেন। তার পর তাদের উপর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। তবে সমীক্ষার ফলের একেবারে শেষ ধাপে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, যতক্ষণ না এ বিষয়ে আরও বেশি তথ্য হাতে আসে ততক্ষণ সংশ্লিষ্ট রোগীকে অ্যাসপিরিন দেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিতকদের আরও বেশি সতর্ক থাকা জরুরি।

৭ত্তসাবধান! ক্যানসার ও হার্টের ঝুঁকি দ্বিগুন বাড়িয়ে দেয় অতিরিক্ত ফ্যাট বা তেল জাতীয় খাবার, জেনেনি

নিজেদের অজান্তেই ফ্যাট জাতীয় খাবার অতিরিক্ত খেয়ে ফেলি আমরা। অতিরিক্ত তেল-মশলা যুক্ত খাবারও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। অতিরিক্ত ফ্যাট বা তেল জাতীয় খাবার খেলে কী কী সমস্যা হতে পারে তা দেখে নেয়া যাক-

১. ওজন বৃদ্ধি- অতিরিক্ত ফ্যাট জাতীয় খাবার খেলে শরীরের ওজন বৃদ্ধি পায়।

যখনই শরীরে অতিরিক্ত ক্যালরি ঢোকে, আমাদের পেশীগুলো ফুলে যায়। এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই শরীরের ওজন বৃদ্ধি পাবে। যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, ক্যানসার, গলব্লাডার, হাইপারটেনশনের মতো রোগ শরীরে বাসা বাঁধতে পারে। তাই অতিরিক্ত তেল ও ফ্যাট জাতীয় খাবার বর্জন করাই ভাল।

২. হার্টের অসুখ- ফ্যাট জাতীয় খাবারে থাকে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল। শরীরের বৃদ্ধির জন্য কোলেস্টেরল দরকার। কিন্তু অতিরিক্ত হলেই বিপদ। রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে হার্টের অসুখ হতে পারে। কারণ কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে রক্ত চলাচলে সমস্যা হয়। তখন হার্টের অসুখ হতে বাধ্য। ধমনীতে চর্বি জমে গেলে পরিস্থিতি বাইপাস সার্জারির দিকে গড়াতে পারে।

৩. ক্যানসার- অতিরিক্ত ফ্যাট বা তেল জাতীয় খাবার খেলে স্তন ক্যানসার, কোলন ক্যানসার বা ফুসফুস ক্যানসার হতে পারে। প্রতিদিন ফ্যাট জাতীয় খাবার খেলে শরীরে ১০ শতাংশ ক্যালরি বৃদ্ধি পায়। যা একটা সময়ের পর স্তন ক্যানসারের দিকে যেতে পারে। তাই মেয়েরা সাবধান। অতিরিক্ত ফ্যাট জাতীয় খাবার খাবেন না ৫) নারকেল তেল এবং ঘি ব্যবহার করুন

শীতকালে নারকেল তেল এবং ঘি এর ব্যবহার, ত্বকের ছোপ ছোপ দাগ এবং শুষ্কভাব কমাতে সহায়তা করে। নারকেল তেল এবং ঘি উভয়েই গুড ফ্যাটের উত, যা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারি।

শীতকালে ত্বকের পরিচর্যা করুন আয়ুর্বেদের নিয়ম মেনে, ত্বক থাকবে কোমল ও মসৃণ

শীতকাল কিন্তু ইতিমধ্যেই দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করে দিয়েছে। আর শীতকাল আসা মানেই, ত্বক শুষ্ক-রুক্ষ ও নিস্তেজ হয়ে যাওয়া। এই সময় ত্বক নিজের স্বাভাবিক আর্দতা হারিয়ে ফেলে। তাই ত্বকের একটু অতিরিক্ত যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। তবে আয়ুর্বেদিক মতে ত্বকের যত্ন নিলে আপনার ত্বক আরও কোমল ও মসৃণ হয়ে উঠবে।

প্রাচীনকাল থেকেই আয়ুর্বেদ ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আয়ুর্বেদ কিন্তু কেবলমাত্র স্বাস্থ্য ভাল রাখার টিপস দেয় না, পাশাপাশি ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা নিরাময়ের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত কার্যকরী। তাই শীতকালে ত্বকের যত্ন নিতে বাজারের কেমিক্যালযুক্ত পণ্য ব্যবহারের পরিবর্তে আয়ুর্বেদকে বেছে নিন, আর দেখুন ম্যাজিক! তাহলে দেখে নিন, আয়ুর্বেদ মতে শীতকালে ত্বকের যত্ন নিতে কী করবেন -

১) স্বাস্থ্যকর খাবার খান

আমরা যে সকল খাদ্য গ্রহণ করি তা আমাদের স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ত্বকের উপরেও প্রভাব ফেলে। তাই শীতকালে খাদ্যতালিকায় এমন খাবার রাখুন, যা আপনার ত্বককে হাইড্রেট রাখতে সক্ষম, যেমন - বাদাম, ডাল, দুধ এবং অলিভের মতো খাদ্য। আয়ুর্বেদিক মতানুসারে, স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া ত্বকের উপর থেরাপিউটিক প্রভাব ফেলতে সক্ষম এবং ত্বককে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও ময়েশ্চারাইজ রাখতে সহায়তা করে।

২) আয়ুর্বেদিক ম্যাসাজ করুন

শীতকালে ত্বকের ম্যাসাজ অত্যন্ত উপকারি। ম্যাসাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এসেনশিয়াল অয়েল এবং ভেষজগুলি, ত্বককে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে সহায়তা করে। এই ম্যাসাজ ত্বকের রক্ত সঞ্চালনকে বৃদ্ধি করে এবং ত্বককে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল করে তুলতেও সহায়তা করে। সপ্তাহে দু’’দিন আয়ুর্বেদিক ম্যাসাজ করার চেষ্টা করুন।

৩) আয়ুর্বেদিক ফেস প্যাক

শীতকালে ত্বকের যত্নের ক্ষেত্রে গোলাপের পাপড়ি, শতবরী, আমলকি, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, অশ্বগন্ধার মতো বিভিন্ন ভেষজ ব্যবহার করুন। ঘরোয়া ফেসপ্যাকে এগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন, কারণ এগুলি ত্বককে স্বাস্থ্যকর ও ময়শ্চারাইজ রাখতে পারে।

৪) ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খান

শীতকালে খাদ্যতালিকায় ডিম, দই, দুধ, টমেটো, টুনা, স্যালমনের মতো ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন। শীতকালে সূর্যের তীব্রতা তুলনামূলক কম থাকে, তাই শরীরে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি হতে পারে। তাই ত্বকের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবারগুলি খান কিংবা ঘরে তৈরি ফেসপ্যাকগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করুন।

বাবুজি জারা ধীরে চলো বন্ধুদের সঙ্গে ক্লাসরুমেই উদ্দাম নাচ

কোচবিহার: দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর বন্ধ থাকার পর অবশেষে খুলেছে স্কুল। অনলাইনে পড়াশোনা আদৌ কতটা সফল হয়েছে, সে নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে শৈশব হোক বা কৈশোর, ছাত্রজীবনের স্বাদটাই বাদ পড়ে যাচ্ছিল পড়ুয়াদের। স্কুল কিংবা কলেজ মানে তো নিছক পড়োশোনা নয়!

কোভিড সম্পর্কিত সমস্ত আপডেট পড়ুন এখানে

বড় হয়ে ওঠার একটা অধ্যায়। তাই স্কুল খোলার সদ্ধান্ত নিয়ে যতই বিতর্ক থাক, স্কুল খুলতেই আনন্দে মেতে উঠেছে পড়ুয়ারা। অন্তত তেমন ছবিই ফুটে উঠল তুফানগঞ্জের নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল স্কুলে। বন্ধুদের কাছে পেয়ে শ্রেণীকক্ষের ভিতরেই নাচানাচি শুরু করল পড়ুয়ারা, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল সেই ছবি। আর সেই ভিডিয়ো ঘিরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। শিক্ষাঙ্গনে এমন ধরনের ‘উদ্দাম নাচ’ কি শোভনীয়? প্রশ্ন তুলছেন সংশ্লিষ্ট মহলের অনেকেই। কী দেখা গিয়েছে সেই ভাইরাল ভিডিয়োটিতে? দেখা গিয়েছে, স্কুলেরই ছাত্রীরা ইউনিফর্ম পরেই ক্লাসরুমের মধ্যে হিন্দি গানে নাচ করছে। কখনও কোমর বেঁকিয়ে, কখনও চুল খুলে, কখনও বা স্লো মোশনে গানের তালে তালে নিখুঁত স্টেপ ফেলে নাচ করছে ওই পড়ুয়ারা। ক্লাসের কিছুজন মাস্ক পরে থাকলেও বাকিদের মুখে মাস্ক দেখা যায়নি। দেখা যায়নি সামাজিক দূরত্ববিধি।

স্মার্ট ফোন রয়েছে সকলের হাতেই। ফলে, সেই নাচের মুহূর্ত ভিডিয়ো করে ভাইরাল করতে বিশেষ সময় লাগেনি। আর এই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই কার্যত শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, কেন এভাবে শ্রেণীকক্ষের মধ্যেই ছাত্রীরা এভাবে ‘চটুল’ গানে নাচানাচি করবে? স্কুল ইউনিফর্ম গায়ে এভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ কেন তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। তবে, স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, ওই ভিডিয়োটি তাঁর হাতে এসেছে। দেখার পর ওই ছাত্রীদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। কেন তারা এমন কাজ করল তা জানতে চাওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে, ওই পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে পারে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

তবে ঘটনায় ভাইরাল ভিডিয়োতে থাকা ওই ছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তারা কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চায়নি। এমনকী, ভিডিয়োটি কীভাবে ভাইরাল হল তা নিয়েও মুখ খোলেনি। প্রসঙ্গত, স্কুল খুললেও কোভিড বিধি ভুললে চলবে না, তাই গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে। বলা হয়েছে, প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে মাস্ক পরে স্কুলে আসতে হবে। সেই মর্মে বিদ্যালয়গুলিকে নোটিসও জারি করতে হবে। এছাড়াও প্রতিটি স্কুলে একটি শয্যাযুক্ত আইসোলেশন রুম রাখার কথা বলা রয়েছে, আচমকা যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাকে যেন সেখানে স্থানান্তরিত করা যায়। পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণেরও উল্লেখ রয়েছে স্কুল রিওপেন বুকলেটে। যাতে কারও জ্বর এলে বা অসুস্থ হলে প্রাথমিক ভাবে তা সামাল দিতে পারেন স্কুলে স্যার, দিদিমণিরা। আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েরও উল্লেখ রয়েছে এই গাইডলাইন বুকে। বার বার শিক্ষাবিদ বা চিকিতকরা বলছিলেন, সম্ভব হলে দুই শিফটে ক্লাস হোক। গাইডলাইনেও বলা হয়েছে, পরিস্থিতি ও পরিকাঠামোর দিকে নজর রেখে প্রয়োজনে স্কুল দুই শিফট অর্থাতমর্নিং ও ডে’’তে ক্লাস করাতে পারে। করোনার বিষয়ে অভিভাবক ও পড়ুয়াদের সতর্ক করার দায়িত্বও স্কুলকেই দিয়েছে রাজ্য। করোনা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। কী করা যাবে এবং কী করা যাবে না সে বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। ’’ডু অ্যান্ড ডোন্টস’’-এরও একটি তালিকা রয়েছে বিকাশ ভবনের স্কুল রিওপেন বুকলেটে।

সবসময় হলুদ-দুধ পান করা হতে পারে বিপজ্জনক

হলুদ-দুধ আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী। আমাদের শরীরে হাড়ের ব্যথা হলে বা শরীরে কোনো ধরনের ব্যথা হলে প্রথমে শুধু হলুদ-দুধ দেওয়া হয়। এবং বলা হয়,এটি পান করলে আমাদের শরীরের হাড়ের ব্যথাও সেরে যায়। কিন্তু আপনি কি জানেন যে সবসময় আমাদের হলুদ-দুধ পান করা উচিত নয়? সেক্ষেত্রে এটি পান করা শুধুমাত্র আমাদের শরীরের জন্য নয়, আমাদের জীবনের জন্যও বিপজ্জনক হতে পারে।

চলুন জেনে নেওয়া যাক কখন হলুদ-দুধ পান করা উচিত নয়।

যদি আপনার গলা ব্যথা থাকে, বা কফের সমস্যা থাকে বা আপনার যদি প্রায়শই বমি হয় তবে আপনার কখনই হলুদ-দুধ পান করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে যদি আপনি হলুদ-দুধ পান করেন, তবে এটি অনেক ক্ষতি করতে পারে।

আপনার যদি ডায়রিয়ার সমস্যা থাকে তবে হলুদ-দুধ একেবারেই পান করা উচিত নয়। এ কারণে রক্ত বমিও হতে পারে।

শীতকালে বিশেষ কিছু ধরনের স্যুপ

শীতকাল প্রায় এসে গেছে আর বাড়িতে এই সময় স্যুপ হবে না এমনটা হতেই পারে না। শীতের আমেজে গরম গরম স্যুপ বিকেলের সময়ে এক আলাদাই মাত্রা এনে দেয়। স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের যুগলবন্দী এই স্যুপ গুলি মাছ, মাংস, ডাল, সবজি, কিংবা ফল, যে কোনও কিছু দিয়েই তৈরি করা যেতে পারে। তাই স্যুপ খাওয়ার প্রবণতা সব সময়ই অনেকটাই বেশি হয়।

শীতের মরশুমের রকমারি সবজির প্রাচুর্য স্যুপের গুণগতমান বর্ধক হিসেবেও কাজ করে। যা সরাসরি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তোলার পাশাপাশি শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টি এবং উষ্ণতাও সরবরাহ করে। তাই হয়তো, সারা পৃথিবী জুড়েই স্যুপকে কম্ফোর্ট ফুড বলা হয়।

১) টমেটো স্যুপ:

শীতের আমেজে, এক বাটি টমেটো স্যুপের সেবন, প্রায় সারা পৃথিবী জুড়েই অত্যন্ত জনপ্রিয়। টমেটো স্যুপে, ফ্ল্যাট এবং ক্যালোরির মাত্রা কম থাকা সত্বেও, এটি কিন্তু শরীরে উষ্ণতার অনুভুতি আনতে, কোনো অংশেই কম না। তাছাড়া, টমেটো স্যুপ ভিটামিন সি, বিটা ক্যারোটিন এবং অন্যান্য পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ হওয়ায়, এটি ভেতর থেকে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে করে তুলতেও সাহায্য করে।

২) চিকেন স্টু:

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বর্ধক চিকেন স্টু, স্যুপেরই একটি ভিন্নরূপ। এটি একটি অত্যন্ত জনপ্রিয়, কম্ফোর্ট ফুড হিসেবেও পরিচিত। এই চিকেন স্টু স্বাস্থ্যকর ফ্ল্যাট, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং অন্যান্য পুষ্টিগুণ তথা বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন এবং খনিজের একটি উতৃষ্ট উত। তাই, নিয়মিত চিকেন স্টু এর সেবন, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী। এই চিকেন স্টু তৈরীর ক্ষেত্রে, মুরগির মাংসের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন সবজিও, প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। যেমন পেঁপে, বিট, গাজর, বিন্স, আলু, পিয়াজ, আদা, রসুন, মটরশুটি, ক্যাপসিকাম, ফুলকপি, ব্রকলি প্রভৃতি।

৩) মাশরুম স্যুপ:

সুস্বাদু মাশরুম স্যুপ, স্বাস্থ্যকর স্যুপ গুলির মধ্যে অন্যতম। মাশরুম হল প্রোটিন, ফাইবার এবং অন্যান্য পুষ্টিগুণ তথা ভিটামিন, সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম একটি উতৃষ্ট উত। পুষ্টিসমৃদ্ধ হওয়া সত্বেও, এই মাশরুম স্যুপের ক্যালোরির মাত্রা কিন্তু অত্যন্ত কম। ঠান্ডায় এক বাটি মাশরুম স্যুপের সেবন, শরীরকে তরতাজা করে তোলার পাশাপাশি, উষ্ণতার অনুভুতিও প্রদান করে।

বেনাপোলে ভারতীয় ট্রাক থেকে সহকারীর মরদেহ উদ্ধার

মনির হোসেন,ঢাকা,১৭ জানুয়ারী।। বাংলাদেশের বেনাপোল স্থলবন্দরে বিস্ফোরক বোঝাই একটি ভারতীয় ট্রাক থেকে লিনগালা রাজামাল্লাহ (৪৩) নামের সহকারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সোমবার সকালে বন্দরের ৩১ নম্বর শেডের ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ডে বিস্ফোরক বোঝাই ট্রাকটির কেবিন থেকে গলায় ফাঁস দেওয়া মরদেহটি উদ্ধার করে পোর্ট থানা পুলিশ। এ ঘটনায় ট্রাকের চালক গুরুগু পোচায়াকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। বিস্ফোরক বহনকারী ওই ট্রাকের নম্বর এপি-২৪ টিসি ৩৪৮৮।

বেনাপোল বন্দরের ডেপুটি ডাইরেক্টর আবদুল জলিল বলেন,ভারত থেকে ১১টি ট্রাকে করে গত ১৫ জানুয়ারি বিস্ফোরক আমদানি করা হয়। তার মধ্যে বিস্ফোরকবাহী একটি ট্রাকের হেলপার লিনগালা রাজামাল্লাহ। তিনি ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের দানামপল্লী এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। ট্রাকের কেবিনে কীভাবে তার গলায় ফাঁস দেওয়া হলো তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। তিনি জানান, রাজামাল্লাহর মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বেনাপোল পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামুন খান বলেন,ময়না তদন্তের প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত বলা যাবে না এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা।

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ, রাজ্যজুড়ে থানা-দালালদের বিরুদ্ধে অভিযান, কাছাড়ে গ্রেফতার নয়

শিলচর (অসম), ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার কড়া নির্দেশে পুলিশের ফাঁড়ি ও থানায় ঘাঁটি ঘেড়ে বসা এজাহার-লেখক তথা 'মুহুরি' তথা দালালদের বিরুদ্ধে সমগ্র রাজ্যে একযোগে অভিযান চালিয়েছে অসম পুলিশ। রবিবার রাত পর্যন্ত রাজ্যের অন্যান্য জেলার সঙ্গে কাছাড় জেলায়ও দালাল-বিরোধী অভিযান চালিয়ে নয় (৯) জন অবৈধ এজাহার লেখক দালালকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ধৃতরা শিলচর থানার অন্তর্গত শহর-ফাঁড়ি এলাকাধীন রাঙ্গিরখাড়ির সুব্রত দাস, গোসাঁইপুরের সেলিম উদ্দিন এবং প্রদীপ কর। ধলাই থানার অধীনস্থ সঞ্জীব নাথ লস্কর, সোনাবর আলি বড়ভুইয়াঁ, ধোয়ারবন্দ থানার অধীনস্থ অরূপ পাল, সোনাই থানা এলাকার দিনজ দাস, বড়খলা থানার অধীনস্থ সবজিল আলি এবং কাটিগাড়া থানার অবৈধ এজাহার-লেখক কমল দাস। তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে রাতেই শিলচর সদর থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

উল্লেখ্য, এদিন সমগ্র রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ২৪২ জন এজাহার লেখককে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ থানায় এফআইআর লেখার পাশাপাশি বিভিন্ন মামলায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করার জন্য তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার কড়া নির্দেশে পুলিশ এই অভিযান চালিয়েছে। একটি সূত্রে জানা গেছে, কাছাড় জেলায় শীঘ্রই আরও অধিক সংখ্যক দালাল গ্রেফতারের সম্ভাবনা রয়েছে। ধৃতদের রবিবার রাতেই আদালতে হাজির করে পুলিশ। আদালত তাদের সবাইকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে।

এদিকে, ধোয়ারবন্দ থানার এজাহার লেখক তথা মহুরিকে আটক করার প্রতিবাদে তীব্র উত্তেজনার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় থানা চত্বরে। ধোয়ারবন্দ বাজার এলাকার বাসিন্দা বস্ত্র ব্যবসায়ী থানার এজাহার লেখক মহুরি অরূপ পালকে আটক করার প্রতিবাদে স্থানীয় জনগণ সড়ক অবরোধ গড়ে তুলেন। জানা গেছে, শনিবার রাতে অরূপ পালকে তার ঘর থেকে তুলে নিয়েছিল ধোয়ারবন্দ থানার পুলিশ। রবিবার সকালে এই খবর চাউর হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার জনগণ। এমন-কি ধৃত ব্যক্তিকে নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়ার দাবিতে ধোয়ারবন্দ বাজারে শিলচর-হাইলাকান্দি- ধোয়ারবন্দ সড়কে অবরোধ গড়ে তুলেন ক্ষুব্ধ জনতা। খবর পেয়ে শিলচর থেকে পুলিশের ঊর্ধতন আধিকারিকরা ক্ষুব্ধ জনতাকে থানায় আহ্বান জানিয়ে বিষয়টি আলোচনার প্রস্তাব দেন। আধিকারিকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রায় দু-ঘণ্টার সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করে আলোচনায় বসেন সড়ক অবরোধকারীরা।

স্থানীয়দের বক্তব্য, আটক অরূপ পাল পেশাধারী এজাহার লেখক নন। বাস্তবে একজন বস্ত্র ব্যবসায়ী। তাঁরা বলেন, ধোয়ারবন্দ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ চা-জনজাতি গোষ্ঠীর। তাই কোনও বিষয়ে মারপিট বা ঘটনা ঘটলে ন্যায় বিচারের প্রত্যাশায় পুলিশের দ্বারস্থ হতে হলে পরে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধে এফআইআর লিখে দেন অরূপ পাল। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী থানার মহুরি বা দালালদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ফরমান জারি করলে তিনি এ কাজ থেকে সরে দাঁড়ান।

কিন্তু অভিযোগকারীরা অভিযোগ লেখানোর কোনও লোক না পেয়ে তাঁর কাছে গিয়ে অনুরোধ করলে তিনি গরিবদের সাহায্য করেন মাত্র। তাই তারা অরূপ পালকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়ার দাবি তুলেন।

বরাক বঙ্গের হাইলাকান্দি জেলা সভানেত্রী ইন্দিরা ভট্টাচার্য, সম্পাদক রণেন্দ্র দে

হাইলাকান্দি (অসম), ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন (বরাক বঙ্গ)-এর হাইলাকান্দি জেলা সমিতি পুনর্গঠন করা হয়েছে। এবার সভাপতি ও সম্পাদক পদে আনা হয়েছে নয়া মুখ। পুনর্গঠিত কমিটিতে সভানেত্রী এবং সম্পাদক হয়েছেন যথাক্রমে এসএস কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ইন্দিরা ভট্টাচার্য ও রণেন্দ্র নারায়ণ দে।

বরাক বঙ্গের হাইলাকান্দি জেলা সমিতি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে কোভিড বিধি মেনে রবিবার হাইলাকান্দি শহরের বঙ্গ ভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপ-সভানেত্রী অধ্যাপিকা ইন্দিরা ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে প্রতিবেদন পাঠ ও বিগত দু বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব তুলে ধরেন বিদায়ী সম্পাদক জিতেন্দ্র নাথ।

সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বিদায়ী সভাপতি সুদর্শন ভট্টাচার্য জেলার বাইরে থাকায় তাঁর অনুপস্থিতিতে উপ-সভানেত্রী ইন্দিরা ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় আগামী দু বছরের জন্য বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের হাইলাকান্দি জেলা সমিতি গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে বর্তমান উপ-সভানেত্রী ইন্দিরা ভট্টাচার্যকে আগামী দু বছরের জন্য জেলা সমিতির সভানেত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সমিতিতে সম্পাদক হিসেবে এবার নয়া মুখ আনা হয়েছে। জেলা সমিতির নয়া সম্পাদক হয়েছেন রণেন্দ্র নারায়ণ দে। তিনি একসময় শহর আঞ্চলিক সমিতির সভাপতি ছিলেন। দুজন উপ-সভাপতি হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দীপককান্তি আইচ এবং ব্যবসায়ী তথা কবি নিহাররঞ্জন দেবনাথ। নবগঠিত সমিতিতে দুজন সহকারী সম্পাদক হয়েছেন রজত পাল ও ধ্রুবজ্যোতি দাস। জেলা সমিতির সাহিত্য সম্পাদক হয়েছেন কবিতা দাস, সাংস্কৃতিক সম্পাদিকার দায়িত্ব পালন করবেন বিজয়িনী ভট্টাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন দ্বিজেন্দ্র দে।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি বিজয়কুমার ধর, মানিক চক্রবর্তী, সুরজিৎ দেব সহ অন্যান্যরা।

বিজেপি থেকে বহিষ্কৃত হরক সিং রাওয়াত, বললেন উত্তরাখণ্ডে কংগ্রেসই জিতবে

নয়াদিল্লি ও দেহরাদূন, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): বিজেপি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে কেঁদেই ফেললেন উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রী হরক সিং রাওয়াত। বিজেপি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন এই নেতা। বলেছেন, এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাঁরা (বিজেপি নেতৃত্ব) আমার সঙ্গে একবারও কথা বলেনি। একইসঙ্গে দাবি করেছেন, উত্তরাখণ্ডে এবার কংগ্রেসই জিতবে। তিনি কংগ্রেসের হয়ে কাজ করবেন। বিজেপির উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রী হরক সিং রাওয়াতকে কেন বহিষ্কার করা হয়েছে, সে বিষয়ে মুখ খুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। সোমবার ধামি বলেছেন, 'পরিবারের সদস্যদের জন্য টিকিট চেয়ে দলের মধ্যে চাপ সৃষ্টি করছিলেন তিনি, কিন্তু আমাদের নীতি ভিন্ন। নির্বাচনের জন্য পরিবারের একজন সদস্যকেই টিকিট দেওয়া হবে।'

এদিন ভারাক্রান্ত মনে হরক সিং রাওয়াত বলেছেন, উত্তরাখণ্ডে কংগ্রেসই সরকার গঠন করবে। আমি কংগ্রেসের জন্য কাজ করব। তিনি আরও বলেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশি আমাকে দিল্লিতে ডেকেছিলেন, যেতে একটু দেরি হয়। তাঁর সঙ্গে ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে আমি দেখা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু, দিল্লিতে পৌঁছনোর পর আমি সামাজিক মাধ্যম মারফত জানতে পারি দল থেকে আমাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বিজেপি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন হরক সিং রাওয়াত। বলেছেন, এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাঁরা (বিজেপি নেতৃত্ব) আমার সঙ্গে একবারও কথা বলেনি। মন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছে নেই আমার, আমি শুধু কাজ করতে চেয়েছিলাম।'

"ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতিকে বিশ্ব মঞ্চে নিয়ে গেছেন নতুন উচ্চতায়", বিরজু মহারাজকে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি. স.)। বিরজু মহারাজের প্রয়াণে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার অমিতবাবু টুইটারে লিখেছেন, ''পন্ডিত বিরজু মহারাজ এবং কথক ছিল একে অপরের পরিপূরক এবং সমার্থক। তিনি ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতিকে বিশ্ব মঞ্চে নিয়ে গেছেন নতুন উচ্চতায়। তাঁর মৃত্যু দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। আমি তাঁর পরিবার ও ভক্তদের প্রতি সমবেদনা জানাই। বিদেহী আত্মার কল্যাণ কামনা করছি। ওঁম শান্তি।

প্রসঙ্গত, কলকাতার সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল বিরজু মহারাজের। ১৯৫২ সালে এই শহরেই জীবনে প্রথম মঞ্চে পারফর্ম করেন। মন্মথ নাথ ঘোষের বাড়িতে। তখন তাঁর বয়স চোদ্দ। বাবা মারা গিয়েছেন। জীবনে দাঁড়াবার জন্য লড়াই করছেন। সে সময় ডাক কলকাতায়। কাকা লচ্ছু মহারাজ তখন মুম্বইয়ে কোরিওগ্রাফির কাজ করতেন।

বাংলাদেশে কারা সাংবাদিক হতে পারবেন সেই মানদণ্ড তৈরি হচ্ছে: তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,১৭ জানুয়ারী।। বাংলাদেশে যে কেউ যেন সাংবাদিক পরিচয় দিতে না পারে সেজন্য কারা সাংবাদিক হতে পারবেন সেই মানদণ্ড তৈরি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ।

সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে দৈনিক ভোরের আকাশ' সংবাদপত্রের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, ভূতুড়ে পত্রিকা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রেস কাউন্সিলের সঙ্গে এবং সাংবাদিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে কারা সাংবাদিক হতে পারেন সেটির অন্তত নীতিমালা বা মানদণ্ড তৈরি করা হবে। সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতাদের আমি অনুরোধ করব, সাংবাদিক হওয়ার একটি মানদণ্ড তৈরি করার।

তিনি বলেন, অনলাইন পোর্টালের বিষয়ে আমরা অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড খুব সতর্কতার সঙ্গে দিচ্ছি। রেজিস্ট্রেশনবিহীন যে সকল অনলাইন পোর্টাল আছে তাদের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অনলাইনের রেজিস্ট্রেশন একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে চলবে।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম স্বাধীনতা ভোগ করছে উল্লেখ হাছান মাহমুদ বলেন, স্বাধীনতা থাকলে স্বাধীনতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সচেতন হতে হয়। যার হাতে অস্ত্র থাকে, তিনি সব জায়গায় গুলি করতে পারেন না। তেমনি সাংবাদিকদের হাতে কলম আছে বিধায় তিনি হচ্ছেন কলমযোদ্ধা। তার কলমটি কোথায় ব্যবহার করতে হবে সেই বিষয়েও তাকে সতর্ক থাকতে হবে। আমার স্বাধীনতা যেন অপরের মানবাধিকারকে খর্ব না করে সেই বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচন প্রসঙ্গে হাছান মাহমুদ বলেন, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ নির্বাচনের প্রথম থেকে শুরু করে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা হয়নি। আগামী সংসদ নির্বাচনও সুন্দর-শৃঙ্খল পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, নারায়ণগঞ্জ ছাড়াও সারাদেশে পাঁচটি পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানেও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে। পাঁচটির মধ্যে চারটিতে আওয়ামী লীগ জয় লাভ করেছে। নৌকার বিজয় প্রমাণ করে আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা আগের থেকে বেড়েছে।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ওমর ফারুক, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, ভোরের আকাশ পত্রিকার সম্পাদক খালেদ ফারুকীসহ অনেকে।

শৈত্যপ্রবাহে জবুথবু দিল্লি, রাজধানীর বাতাসেরও খানিকটা উন্নতি

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): প্রবল শৈত্যপ্রবাহ ও হাড় হিম করা ঠাণ্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লি। আগুন থেকে বাঁচতে দিল্লিতে এখন ভরসা গরম চা ও আগুন। দ্রুত তাপমাত্রা নামছে রাজধানীতে, সোমবার ভোরে মাত্রাতিরিক্ত ঠাণ্ডা ছিল দিল্লিজুড়ে। শীত থেকে বাঁচতে দিল্লির আজমেরি গেট, কনৌট প্লেস এবং তিলক মার্গ-সহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় আগুন পোহাতে দেখা যায় মানুষজনকে। হাতে ছিল গরম চায়ের কাপ। শুধুমাত্র দিল্লি নয়, পঞ্জাব ও হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশেও জম্পেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। মাত্রাতিরিক্ত ঠাণ্ডার কারণে এদিন উত্তর ভারতের ঘুম ভেঙেছে অনেক দেরিতেই।

দিল্লিতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দিল্লিতে আপাতত বজায় থাকবে জাঁকিয়ে শীতের আমেজ। দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিন ভোরের দিকে হালকা কুয়াশা ছিল দিল্লিতে, তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুয়াশা উধাও হয়ে যায়। শৈত্যপ্রবাহের মধ্যেই খানিকটা উন্নতি হয়েছে দিল্লির আবহাওয়ার। "খুব খারাপ" থেকে "খারাপ"-এ উন্নতি হয়েছে দিল্লির বাতাস। সকাল ৮.০৫ মিনিট নাগাদ দিল্লির সার্বিক এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ৩১৩ থাকলেও, পরে তা ২৬২-তে পৌঁছয়। দিল্লি সংলগ্ন গ্রেটার নয়ডায় এদিন বাতাসের গুণগত মান ছিল ২৮৯ ও গুরুগ্রামে ২২২।

এবার ট্যাবলো বিতর্কে টুইট তথাগত রায়ের

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি .স.) : রোজই ঘোরালো হচ্ছে ট্যাবলো নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য তরজা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠির পর ট্যাবলো-বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্য বিজেপি-র বর্ষীয়ান নেতা তথাগত রায়।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে প্রতিটি রাজ্য থেকে একটি করে ট্যাবলো পাঠানো হয়। কিন্তু এই বছর সেই তালিকা থেকে বাদ যায় পশ্চিমবঙ্গের নাম। তারপর থেকে আরও একবার কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত সামনে উঠে এসেছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলো বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বলে রবিবার মোদীকে চিঠি লেখেন মমতা। চিঠিতে তিনি জানান, কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে তিনি হতবাক এবং ব্যথিত। এতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমান করা হয়েছে। বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে লেখেন, 'দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। তাই কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে বাংলার মানুষে ব্যথিত হয়েছেন।' মমতার বক্তব্য বাংলার ট্যাবলো বাদ দেওয়ার অর্থ এই ইতিহাসকে অস্বীকার করা। এই সিদ্ধান্ত বাঙালিকে অপমান করার সামিল বলেও তিনি লেখেন

এর পর একটি টুইট বার্তায় সোমবার তথাগতবাবু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে লেখেন, 'প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন, অনুগ্রহ করে প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলোর অনুমতি দিন। এতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বীরত্বের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নেতাজির সংগঠন আইএনএ ব্রিটিশদের বিশ্বাসকে নাড়িয়ে তাদের দ্রুত দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিল।'

পরিবারের একজন সদস্যই পাবেন টিকিট, এটাই বিজেপির নীতি : পুষ্কর সিং ধামি

দেহরাদূন, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): হরক সিং রাওয়াতকে ঠিক কী কারণে বিজেপি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, সেই উত্তর দিয়ে দিয়েছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ধামি বলেছেন, 'পরিবারের সদস্যদের জন্য নির্বাচনে লড়ার টিকিট চেয়ে দলের মধ্যে চাপ সৃষ্টি করছিলেন তিনি, কিন্তু আমাদের নীতি ভিন্ন।' পুষ্কর আরও বলেছেন, 'নির্বাচনের জন্য পরিবারের একজন সদস্যকেই টিকিট দেওয়া হবে।'

বিজেপি থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার মন ভারাক্রান্ত হরক সিং রাওয়াতের, সোমবার কথা বলার সময় কেঁদে ফেলেন তিনি। বিজেপি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন এই নেতা। বলেছেন, এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাঁরা (বিজেপি নেতৃত্ব) আমার সঙ্গে একবারও কথা বলেনি। একইসঙ্গে দাবি করেছেন, উত্তরাখণ্ডে এবার কংগ্রেসই জিতবে। তিনি কংগ্রেসের হয়ে কাজ করবেন।

কংগ্রেসে ফিরলেন পাটিয়ালার প্রাক্তন মেয়র বিষ্ণু শর্মা, স্বাগত জানালেন সিধু

পাটিয়ালা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): কংগ্রেসে ফিরে এলেন পঞ্জাবের পাটিয়ালার প্রাক্তন মেয়র বিষ্ণু শর্মা। সোমবার কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করেছেন তিনি। কংগ্রেস পরিবারে বিষ্ণু শর্মাকে স্বাগত জানিয়েছেন পঞ্জাব কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি নভজ্যোৎ সিং সিধু। পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং ও তাঁর স্ত্রী প্রীনিত কৌরের সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে কংগ্রেস ছেড়েছিলেন বিষ্ণু শর্মা।

২০০৩ সালে পঞ্জাবে কংগ্রেস সরকারের সময় পাটিয়ালার মেয়র ছিলেন বিষ্ণু শর্মা, পাটিয়ালা আরবান থেকে কংগ্রেসের টিকিটের দিকে আপাতত নজর রয়েছে তাঁর, যেখানে কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কোনও প্রার্থী দেয়নি, অমরিন্দর সিং কংগ্রেস ছেড়ে পাঞ্জাব লোক কংগ্রেস গঠন করেছেন।

"মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখেছিলাম", শাঁওলী মিত্রের মৃত্যুতে শোক তথাগত রায়ের

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি. স.) : শাঁওলী মিত্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

সোমবার তিনি টুইটারে লেখেন, "শাঁওলী মিত্রের মৃত্যুতে শোকাহত। ওঁ শান্তি ! তাঁর 'নাথবতী অনাথবৎ' আমি দু-বার মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখেছিলাম। সেই থেকে আমার চোখে মহাভারতের আদর্শ চরিত্র ভীম! যে দ্রৌপদীর অপমান সহ্য করে নি, তাঁকে নগ্ন করতে চেষ্টা করেছিল যে দুঃশাসন তার বুক চিরে রক্তপান করেছিল।" রবিবার চিরঘুমে বিদায় নেন শম্ভু-কন্যা শাঁওলী মিত্র। তাঁরও প্রয়াণের খবর বাংলা জানতে পারল শেষকৃত্যের পরেই। পরিবারের অল্প কয়েকজনের উপস্থিতিতে ৭৪ বছরের শাঁওলি মিত্রের শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয় সিরিটি শ্মশানে। এর পর জানানো হয় তাঁর মৃত্যু সংবাদ। ছিলেন নাট্য ব্যক্তিত্ব অর্পিতা ঘোষ।

টিকাদানের গতি ফের মন্থর, ভারতে ১৫৭.২০-কোটি টিকাকরণ সম্পূর্ণ

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): প্রতি রবিবারের মতো এই রবিবারও অনেক কম টিকাকরণ হয়েছে ভারতে, তাও আবার করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন মাত্র ৩৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৪৮ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৫৭.২০-কোটি টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৫৭,২০,৪১, ৮২৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ৭০.৩৭-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৬ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১৩, ১৩,৪৪৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৭০,৩৭, ৬২,২৮২-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৩,১৩,৪৪৪ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৫৮ হাজার ০৮৯ জন।

ত্রিপুরা হাফাঙ
সাকীলাইমুঙ

ফিল বীরীয়চিবীরীয় ককবরক সাল পালায়মুঙ রীগীই সাল চিচার জানুয়ারী কীরাকসাল ২০২২ বিসি সুপারীবাগান, কৃষ্ণনগরনি দশরথ দেব অডিটরিয়াম' খামাঅ সীয়জাকখা পানদা বীতাং। অ পানদা অডিটরিয়ামনি আচুকথায় রাঅ থামচিথাম বরক নায়নাই/খীনানাই রকন' তীয়ীই সঙচাজাগানাই।

অ পানদাঅ জনজাতি হামক্রাই বেদেকনি বরম গীনাঙ মন্ত্রী চীচাঙ মেবার কুমার জমাতিয়া, মীচাঙ প্রেম কুার রিয়াং, ত্রিপুরা কেরঙ ককচাপনকনি বরম গীনাঙ আদঙ, মৌচাঙ প্রশান্ত দেববর্মা ত্রিপুরা কেরঙ ককচাপনকনি বরম গীনাঙ আদঙ, মীচাঙ ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, ত্রিপুরা কেরঙ ককচাপনকনি বরম গীনাঙ আদঙ, মীচাঙ পুণীত আগরওয়াল, (আ.এ.এস), তাঙফাঙ অকীরা, জনজাতি হামক্রাই নায়খুঙ, ডঃ বিশাল কুমার (আই.এ.এস) দাগিফাঙ জনজাতি হামক্রায় বেদেকনি, আনন্দ হরি জমাতিয়া, দাগিফাঙ, সঙদুক নায়ফিল তাই হুকুমু তাঙখর, আকসঙ নাঙনাই সকনাইরক আর' মানজাগানী।

-: পানদা বীতাং:-

সিরিসিতি রীকজাক জাদুনি রীচাপমুঙ বাতায়মুঙ (Solo Traditonal Folk song Competition)

১। জরা: দিপরনি ১টা নি সিমি ৩.৩০ জরা
২। অ বাতায়মুঙগ' খরক ২৫ জরা মুঙ রীনানি সেপ তঙনায়।
৩। মুঙ রীনানি বাগীই ৭০০৫৩৭০৩২৬ নাম্বার কক সাদি এবা (WhatsApp) অ কক সীয়ীই roll number সানীই নাবাইদি।
৪। বাতাইমুঙগ' আঁঙনাই জাদু কলিজা (তিপরা ভারত) রীচাপমুঙনি।
৫। বাতায়মুঙগ' খা সতনজাক কায়চার সকাত রীনানি কক চঙজাকখা। (1st, 2nd, 3rd & 5nos. Consolation prizes)
৬। রীচতাপনাইরকন চুবানানি বাগীই সারিন্দাবায় সুমুই তামনাইব' তঙনাই।

ককলব পানদা (Poet Meet)

১। জরা :- দিপর দাম ৩.৩০ নি সিমি দাম ৫.৩০ জরা
২। ককলব পানদাঅ সাক বাইথাঙ সীয়জাক ককলব পনিনানি বাগীই মুঙ রীনানি নাঙনাই।
৩। জত ককলবনাইন' ককলব পরিনানি বাগীই সতি ৫ জরা রীজাকনাই তাই ককলব পরিবাইমা উল ককলপনি কপি হাবানগ' য়াফারীই কীলাংনা নাঙনাই।
৪। জতই খরকথামচি ককবরই ককলপনাইরকন' ককলব সানানি সেপ রীজাকনাই সীকাঙগ মুঙ রীজাকনি বিসিংগ।
৫। মুঙ রীনানি বাগীই ৭০০৫৩৭৯৩২৬ নাম্বার' ফোন এবা (WhatsApp) অ কক সাউই নিনি রোল নাম্বার সানাই নাহারনা নাঙনাই।
৬। ককলব পানদাঅ ককলপনাইরকন' রাঙনি যাকপাই রীজাকনাই।

জতনি বাগীই ক্যুইজ বাতায়মুঙ (Open Quiz Comettition)

১। থায় :- দশরথ দেব অডিটরিয়াম, সুপারি বাগান, কৃষ্ণনগর আগরতলা
২। সাল :- ১৮ জানুয়ারী ২০২২ ইং
৩। জরা :- সানজা ৫:৩০ নি সিমি ৭:৩০ জরা।

-: বরম য়াফারমুঙ তাই হুকুমু পানদা :-

সাল :- ১৯শে জানুয়ারী, ২০২২
জরা :- সারিক ৩:০০ নি সিমি সানজা ৮ টা
থায় :- রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন, হল নং- ১ আগরতলা

অ পানদার্ন' চেঙগীই- রীনাই তাই নারুউায় অকীরা আঁংগীই মানজাকফায়নাই জনজাতি হামক্রাই বেদেকনি বরম গীনাঙ মন্ত্রী মীচাঙ মেবার কুমার জমাতিয়া, পানদানি আচুকফাঙ অংগীই মানজাকফায়নাই ড: অতুল দেববর্মা, ত্রিপুরা কেরঙ ককচাপনকনি বরম গীনাঙ আদঙ, মীচাঙ পুণীত আগরওয়াল, (আই.এ.এস), তাঙফাঙ অকীরা, জনজাতি হামক্রাই বেদেকনি, মীচাঙ বিশাল কুমার (আই.এ.এস) দাগিফাঙ জনজাতি হামক্রায় বেদেকনি, আনন্দ হরি জমাতিয়া দাগিফাঙ, সঙদুক নায়ফিল তাই হুকুমু তাঙখর, ত্রিপুরা হাফাঙ।

-: পানদা বীতাংরক :-

হুকুমু পানদা বরম য়াফারমা পানদা তাই সকাত য়াফারমা পানদা নখা সালনীয়নি অ পানদাঅ হদানি জত বেরেমনি লুকুরক খাতুঙমাবায় মানজাকমানি বিসিংতীই কাহাম কীরীংখে চাসাউই মানা অংথুন।

(আনন্দ হরি জমাতিয়া)
দাগিফাঙ
সঙদুক নায়ফিল তাই হুকুমু তাঙখর,
ত্রিপুরা হাফাঙ।

ICA-D-1661/2021-22

বাণিজ্য ভবনে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে সোমবার। ছবি নিজস্ব।

ভারতে দৈনিক কোভিড-সংক্রমণ ২.৫৮ লক্ষাধিক, দেশে সুস্থতার সংখ্যাও কম নয়

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): করোনার লাগামহীন সংক্রমণ বেড়েই চলেছে ভারতে, এবার ২.৫৮-লক্ষের গন্ডি ছাড়িয়ে গেল ভারতের দৈনিক করোনা-সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৫৮ হাজার ০৮৯ জন, এই সংখ্যা আগের দিনের তুলনায় ১৩ হাজার ১১৩ কম। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৩৮৫ জন রোগীর, মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ১৯.৬৫ শতাংশ।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১, ৬৫,৬৩,৪১-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১,০৫,৯৬৪ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ৪.৪৩ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৩৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৪৮ জন প্রাপক, ফলে ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৫৭,২০,৪১,৮২৫ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৮,২০৯-তে পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩৮৫ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৮৬,৪৫১ জন (১.৩০ শতাংশ)। রবিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,৫১,৭৪০ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৫২,৩৭,৪৬১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৪.২৭ শতাংশ। নতুন করে ২,৫৮,০৮৯ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ভারতে মোট কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৭৩,৮০,২৫৩ জন।

অসমে গত ২৪ ঘন্টায় নয়া করোনাক্রান্ত ২৭০৯ জন, মৃত্যু আরও পাঁচজনের

গুয়াহাটি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় অসমে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা কমেছে। এই সময়কালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন নতুন আরও ২,৭০৯ জন। আক্রান্তের হারও কমে হয়েছে ৮.৯৯। গতকাল রাত পর্যন্ত ৩০,১৪৬ জনের কোভিড টেস্ট হয়েছে। তাঁদের মধ্যে নতুনদের কোভিড সংক্রমিত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। রবিবার রাত পর্যন্ত করোনাকে জয় করে বাড়ি ফিরেছেন ১, ২২৩ জন। সক্রিয় সংক্রমিতের সংখ্যা ১৯,২৫৮। তাছাড়া করোনায় মৃত্যু হয়েছে আরও পাঁচজনের। নিহতরা যোরহাট, কামরূপ মেট্রো, মরিগাঁও এবং নলবাড়ি জেলার বাসিন্দা।

রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনে এই তথ্য দিয়ে জানানো হয়েছে, নতুন আক্রান্তের মধ্যে সর্বাধিক স্থানে রয়েছে কামরূপ মেট্রো জেলা। বিস্তারিত তথ্য দিয়ে জানানো হয়েছে, কামরূপ মেট্রোপলিটন জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন ৯১২ জন, বাকসায় ১৮, বরপেটায় ৪২, বিশ্বনাথে ১৭, বঙাইগাঁওয়ে ৫০, কাছাড়ে ১৫৯, চড়াইদেওয়ে ২৩, চিরাঙে ৯, দরঙে ২৩, ধেমাজিতে ৯২, ধুবড়িতে ৩১, ডিব্রুগড়ে ১৮০, ডিমা হাসাও জেলায় ২৯, গোয়ালপাড়ায় ৩৪, গোলাঘাটে ২২, হাইলাকান্দিতে ৩০, হোজাইয়ে ২২, যোরহাটে ২৫৭, কামরূপ (গ্রামীণ)-এ ৮০, কারবি আংলঙে ৪৪, করিমগঞ্জে ৪২, কোকরাঝাড়ে ২৯, লখিমপুরে ৭৯, মাজুলিতে ১১, মরিগাঁওয়ে ৩৭, নগাঁওয়ে ৮৬, নলবাড়িতে ৪৯, শিবসাগরে ৭৩, শোণিতপুরে ৯৭, দক্ষিণ শালমারায় ২৮, তিনসুকিয়ায় ৯৩, ওদালগুড়িতে ১৮ এবং পশ্চিম কারবি আংলং জেলায় ৩ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, প্রথম থেকে এবারের তৃতীয় ঢেউয়ে রাজ্যে কোভিড-মুক্ত হয়েছেন সর্বমোট ৬,১৯,৯২৪ জন, শতাংশের হার ৯৫.৮৫। এছাড়া কোভিডে মৃত্যু হয়েছে সর্বমোট ৬,২০৬ জনের, শতাংশের হার ০.৯৬। নমুনা পরীক্ষা হয়েছে সর্বমোট ২,৭১,৭৮, ৯৬০ জনের। সক্রিয় সংক্রমিত মোট ৬,৪৬,৭৩৫ জন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিরজু মহারাজের প্রয়াণ ভারতীয় সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক জগতে শূন্যতা সৃষ্টি করল : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): আবারও নক্ষত্র-পতন, প্রয়াত হলেন কিংবদন্তী কত্থক নৃত্যশিল্পী পণ্ডিত বিরজু মহারাজ। পণ্ডিত বিরজু মহারাজের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। শোক-বার্তায় রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, 'একটি যুগের অবসান। বিরজু মহারাজের প্রয়াণ ভারতীয় সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক জগতে শূন্যতা সৃষ্টি করল।' রবিবার গভীর রাতে দিল্লিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কত্থক নৃত্যের এই সাধক। পরিবার সূত্রে খবর, নাতি-নাতনিদের সঙ্গেই খেলছিলেন তিনি। হঠাৎই শরীর খারাপ হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।

বিরজু মহারাজের প্রয়াণে ব্যথিত রাষ্ট্রপতি সোমবার সকালে টুইটারে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করে লিখেছেন, 'কিংবদন্তি পণ্ডিত বিরজু মহারাজের প্রয়াণ একটি যুগের অবসান ঘটিয়েছে। ভারতীয় সঙ্গীত এবং সাংস্কৃতিক জগতে গভীর শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। তিনি একজন আইকন হয়ে উঠেছিলেন, বিশ্বব্যাপী কত্থককে জনপ্রিয় করতে অতুলনীয় অবদান রেখেছিলেন। তাঁর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা।'

কালকা-বিনন্দাদিন ঘরানার শিল্পী বিরজু মহারাজের জন্ম ১৯৩৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি লখনউয়ে কত্থকের 'মহারাজা' পরিবারে। সাত পুরুষ ধরেই তাঁদের পরিবারে কত্থক নাচের চর্চা হয়ে আসছে। জন্মসূত্রে তাঁর নাম ছিল ব্রিজমোহন নাথ মিশ্র। সঙ্গীত ও নৃত্যের পরিবেশেই বড় হন বিরজু মহারাজ। কত্থক নাচ শিক্ষার শুরু গুরু তথা পিতা অচ্ছন মহারাজের হাত ধরে। পাশাপাশি, কাকা শম্ভু মহারাজ এবং লাচ্চু মহারাজ বরাবরই অনুপ্রাণিত করেছিলেন বিরজু মহারাজকে। শিশুশিল্পী হিসাবেই বাবার সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করতে শুরু করেন বিরজু মহারাজ। এমনকী কৈশোরেই তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল 'গুরু' তকমাও। রামপুরের নবাবের দরবারে নৃত্য পরিবেশন করতেন বিরজু মহারাজ। শুধু কত্থক নৃত্যই নয়, অসাধারণ সব বাদ্য বাজাতে পারতেন বিরজু মহারাজ। প্রায় সবধরনেরই বাদ্যেই তিনি ছিলেন পারদর্শী। তবে তার মধ্যে তবলা ও নালে দখল ছিল সবচেয়ে বেশি। একইসঙ্গে অসাধারণ ঠুংরি, দাদরা, ভজন ও গজলও গাইতে পারতেন পণ্ডিতজি। অন্যদিকে, খুব সুন্দর ছবিও আঁকতে পারতেন।

প্রয়াত বিশিষ্ট সমাজকর্মী শান্তি দেবী, শোকের আবহ ওডিশায়

ভুবনেশ্বর, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট গান্ধীবাদী সমাজকর্মী ও পদ্মশ্রী শান্তি দেবী। রবিবার গভীর রাতে ওডিশার রায়গড় জেলার গুনুপুরে নিজ বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। রবিবার রাতে বুকের ব্যথায় আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন শান্তি দেবী, তারপর তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে নিয়ে যাওয়া জেলা সদর হাসপাতালে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা জানান, শান্তি দেবী আর নেই।

সম্প্রতি শান্তি দেবীকে ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান পদ্মশ্রীতে ভূষিত করা হয়েছিল, তৎকালীন অবিভক্ত কোরাপুট জেলার আদিবাসী মেয়ে এবং মহিলাদের উন্নতির জন্য তাঁর অমূল্য অবদানের জন্য। ওডিশার বালেশ্বর জেলায় ১৯৩৪ সালের ১৮ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেছিলেন শান্তি দেবী। ১৭ বছর বয়সে কলেজে দুই বছর পড়াশোনা করার পর, মহাত্মা গান্ধী অনুসারী চিকিৎসক রতন দাসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তারপর স্বামীর সঙ্গে অবিভক্ত কোরাপুট জেলায় চলে যান তিনি। বিশিষ্ট সমাজকর্মী শান্তি দেবীর প্রয়াণে শোকের আবহ ওডিশায়। কোরাপুটের সাংসদ সপ্তগিরি উলাকা-সহ অনেকেই শোক ব্যক্ত করেছেন। শান্তি দেবীর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, দরিদ্র ও বঞ্চিতদের কণ্ঠস্বর হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন শান্তি দেবীজি। দুঃখকষ্ট দূর করতে এবং একটি সুস্থ ও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে ব্যথিত।

জরিমানা

● প্রথম পাতার পর

দীর্ঘ শুনানি শেষে আদালত দুই জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। গত শনিবার ওই মামলায় রায়ে আদালত দুই জনকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও এক লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে। অনাদায়ে অতিরিক্ত ছয় মাসের কারাবাসের সাজা শুনিয়েছে আদালত।

তিনি বলেন, ত্রিপুরার পাচারকারীদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা পৌছে দেওয়ার জন্য এই রায় যুগান্তকারী হিসেবে প্রমাণিত হবে। কারণ, নেশা বাণিজ্যের সাথে জড়িতদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থায় ত্রিপুরা সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

ভারতে ওমিক্রনে মোট আক্রান্ত ৮,২০৯, দ্বিতীয়স্থানে এবার পশ্চিমবঙ্গ : স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): করোনার নতুন প্রজাতি ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে ভারতে, সোমবার সকাল পর্যন্ত দেশে ওমিক্রনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৮ হাজার ২০৯-তে পৌঁছে গিয়েছে। ওমিক্রনে সংক্রমিত ৩,১০৯ জন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দেশের মোট ২৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সন্ধান মিলেছে ওমিক্রনের। ওমিক্রনের আক্রান্তের নিরিখে শীর্ষে মহারাষ্ট্র, তারপর পশ্চিমবঙ্গ ও রাজস্থান।

মহারাষ্ট্রে ওমিক্রনে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ১,৭৩৮ জন, পশ্চিমবঙ্গে ১, ৬৭২ জন, রাজস্থানে আক্রান্ত ১,২৭৬ জন, দিল্লিতে ৫৪৯ জন, কর্নাটকে ৫৪৮ জন, কেরলে ৫৩৬ জন, উত্তর প্রদেশে ২৭৫ জন, তেলেঙ্গানায় ২৬০ জন, তামিলনাড়ুতে ২৪১ জন, গুজরাটে ২৩৬ জন, ওডিশায় ২০১ জন, হরিয়ানায় ১৬৯ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে ১৫৫ জন, উত্তরাখণ্ডে ৯৩ জন, মেঘালয়ে ৭৫ জন, পঞ্জাবে ৬১ জন, বিহারে ২৭ জন, জম্মু ও কাশ্মীরে ২৩ জন, গোয়ায় ২১ জন, ঝাড়খণ্ডে ১৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ১০ জন, অসমে ৯ জন, ছত্তিশগড়ে ৮ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩ জন, চন্ডীগড়ে ৩ জন, লাদাখে দু''জন, পুদুচেরিতে দু''জন, হিমাচল প্রদেশে একজন ওমিক্রনে আক্রান্ত ও মণিপুরে একজন ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওমিক্রনে আক্রান্ত ৮,২০৯ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩,১০৯ জন সুস্থ হয়েছেন। মহারাষ্ট্রে সুস্থ হয়েছেন ৯৩২ জন, পশ্চিমবঙ্গে ২২ জন, রাজস্থানে ১,০৪০ জন, দিল্লিতে সুস্থ হয়েছেন ৫৭ জন, কর্নাটকে ২৬ জন, কেরলে ১৪০ জন, উত্তর প্রদেশে ৬ জন, তেলেঙ্গানায় ৪৭ জন, তামিলনাড়ুতে ২৪১ জনই সুস্থ, গুজরাটে ১৮৬ জন সুস্থ হয়েছেন, ওডিশায় ৮ জন, হরিয়ানায় ১৬০ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে ৯ জন, উত্তরাখণ্ডে ৮৩ জন, মেঘালয়ে ১০ জন, পঞ্জাবে ৬১ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ১০ জন, গোয়ায় ২১ জন, ঝাড়খণ্ডে ১৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ১০ জন, অসমে ৯ জন, ছত্তিশগড়ে ৮ জন, চন্ডীগড়ে ৩ জন, লাদাখে দু''জন, পুদুচেরিতে দু''জন, হিমাচল প্রদেশে একজনই সুস্থ ও মণিপুরে ওমিক্রনে আক্রান্ত একজন সুস্থ হয়েছেন।

দিনবদল, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে কলকাতা বইমেলা

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : পিছিয়ে গেল ২০২২ সালের কলকাতা আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা।তবে করোনার জন্য নয়, বিধাননগর পুরনিগমের ভোটের জন্য। ৩১ জানুয়ারির পরিবর্তে বইমেলা শুরু হচ্ছে ২৮ ফেব্রুয়ারি। সোমবার এমনটাই জানালেন মেলার আয়োজক পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়।

করোনা আবহে মেলা করার অনুমতি দিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু পিছিয়ে গিয়েছে ভোট। ২২ জানুয়ারির বদলে বিধাননগর পুরনিগমের ভোট হচ্ছে ১২ ফেব্রুয়ারি। এদিকে ৩১ জানুয়ারি সেন্ট্রাল পার্কে কলকাতা বইমেলা শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু সেই সময় বিধাননগর এলাকায় নির্বাচনী বিধি জারি থাকবে। এর মধ্যে মেলা হলে একাধিক সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই মেলা পিছিয়ে দেওয়ার আরজি জানিয়েছিল গিল্ড। এই মর্মে নবান্নে চিঠিও দেয় তারা। ১২ ফেব্রুয়ারির পর কবে মেলার আয়োজন করা যায়, তা নিয়ে দফায়-দফায় আলোচনা হয়। এর পর ঠিক হয়, ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে কলকাতা বইমেলা। করোনাকালে সল্টলেকের মেলাপ্রাঙ্গণে এই মেলার আয়োজন নিয়ে ক'দিন ধরেই প্রবল চর্চা চলছিল। স্টল বন্টনের লটারি করেও রাজ্যের সবুজ সঙ্কেত না মেলায় মেলার মূল কাজ আয়োজক পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড শুরু করতে পারছিল না। মেলার অন্যতম প্রধান আয়োজক দে'জ পাবলিশার্সের অপু দে গত ১০ জানুয়ারি 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, করোনার এই অবস্থায় মেলা কিছুকাল পিছিয়ে দেওয়ার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।"

সাধারণ বাজেটে

● আটের পাতার পর

বলেন, ইতিমধ্যে রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে তবে সড়ক যোগাযোগ, আমদানি ও রপ্তানি বানিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ, ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, ঐতিহাসিক ক্ষেত্র এবং তীর্থস্থানগুলির বিষয়কে সামনে রেখে পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাগুলিও বৈঠকে আলোচিত হয়েছে। একই সঙ্গে এইমসের ন্যায় সর্বসুবিধাযুক্ত হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পর্যটনের সম্ভাবনাও আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য পরিষেবার বিকাশে পার্শবর্তী অন্যান্য দেশ থেকেও সাধারন জনগণ এই রাজ্যে এসে পরিষেবা নিতেই অধিক পছন্দ করবেন। প্রবীন নাগরিকদের ব্যাংঙ্কের সুদের হার বাড়ানো, তাদের সঞ্চিত অর্থের উপর বিশেষ করে এম.আইএস-এর অধিক অংকের সুদ দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে, সাথে তিনি যোগ করেন। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন আশ্বাস দিয়েছেন তিনি সব কটি রাজ্য থেকে আসা প্রস্তাবসমূহ খতিয়ে দেখবেন এবং জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ব্যয় বরাদ্দের দাবিতে সম্মলিত করার প্রয়াস নেবেন।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

বিশালগড় থানার ওসি জানিয়েছেন, এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গুরুত্বারোপ

● প্রথম পাতার পর

বলে সভায় জানানো হয়েছে। যেখানে টিকাকরণের সংখ্যা কম রয়েছে সেখানে জন প্রতিনিধিদের সাহায্য নিতে তিনি স্বাস্থ্যকর্মীদের বলেছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিকাঠামো নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, এখন আমাদের রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো খুবই ভালো। বৈঠক শেষে মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী জিরানীয়া ইন্টার স্টেট ট্রাক টার্মিনাস পরিদর্শন করেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

হচ্ছে। যাতে লাভবান হচ্ছেন এই অঞ্চলের জনগণ। বিগত দিনে এই ধরনের আন্তরিকতার ঘাটতির ফলে বিভিন্ন সমস্যার দীর্ঘসূত্রিতা অনেকাংশেই মানুষের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজন্য শাসিত ত্রিপুরা থেকেই মণিপুরের সঙ্গে এই রাজ্যের সুসম্পর্ক বিদ্যমান। ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের মধ্যেও এক ঐক্যের ছবি উত্তর পূর্বাঞ্চলের। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতায় উন্নয়নের এক নতুন দিশা পেয়েছে উত্তর পূর্ব ভারত। সদ্য চালু হওয়া আগরতলা থেকে মণিপুরের জিরিবাম পর্যন্ত রেল সংযোগ এই দুই প্রদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক ও বহুমুখী আদান প্রদানে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরাতে অবস্থানরত জনসংখ্যাগত দিক থেকে তুলনামূলক কম ও সমস্ত অংশের জাতিগোষ্ঠীর নিজস্বতা অনুসারে তাদের স্বাধীনভাবে ধর্মীয় ও পরম্পরাগত চর্চার সুযোগ সুনিশ্চিত হয়েছে। বৈচিত্র্যের মধ্যেও ত্রিপুরার মধ্যে এক ঐক্যের ছবি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটা সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতিতে আঘাত হানার চেষ্টা হয়েছিলো। প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে সঙ্গে নিয়ে সমৃদ্ধির পথে এগুচ্ছে ভারত। এরই ফলশ্রুতিতে উত্তর পূর্বাঞ্চলেও সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। দেশব্যাপী মহিলা স্বশক্তিকরণের যে কর্মযজ্ঞ চলছে তাতে মণিপুরী সমাজের মহিলারাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতার নজির রাখছেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশের পাশাপাশি এই অঞ্চলের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও নিজস্ব ঐতিহ্যপূর্ণ চিরাচরিত সাংস্কৃতিক চর্চাগুলিও যোগ্য সম্মান ফিরে পেয়েছে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য সচেতনতার পাশাপাশি করোনা আচরণবিধি যথার্থ প্রতিপালনের লক্ষ্যে আহ্বান করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, বহুকাল ধরেই ত্রিপুরা এবং মণিপুরের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সর্বাঙ্গীন বিকাশে গতি এসেছে। রাজন্য আমল থেকে চলে আসা এই সম্পর্ক বর্তমানে এক নতুন রূপ পেয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজমদার, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য, কাউন্সিলার হীরালাল দেবনাথ, পুঁথিবা লাই-হারাওবা কমিটির সভাপতি নিরঞ্জন দত্ত, সম্পাদক দীপক কুমার সিনহা প্রমুখ।

অনুমতি

● প্রথম পাতার পর

হাজার টাকার বন্ডে জামিন পেয়েছেন, ভাস্কর বাবু বলেন।

সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে সকলকে দুরে সরিয়ে রাখার লক্ষ্যে এধরনের মামলা দায়ের করা হচ্ছে। কারণ, ত্রিপুরায় মহিলাদের উপর অপরাধ দমনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে ২০২০ সালের ১ জুন সিপিএম সমর্থিত সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি আগরতলায় আন্দোলন সংগঠিত করেছিল। ওই আন্দোলনে সাংসদ তথা সিপিএম নেত্রী ঝর্না দাস বৈদ্য নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। আন্দোলন কর্মসূচি শুরু হতেই অনুমতি না নেওয়ার অজুহাত দেখিয়ে হস্তক্ষেপ করেছিল। কিন্তু, ওই আন্দোলনের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল বলে নারী সমিতি দাবি করেছে, বলেন তিনি।

ঝর্না দাস বৈদ্য বলেন, শাসক দল সারা ত্রিপুরায় বিজেপি প্রতিনিয়িত মিছিল-সভা সংগঠিত করছে। কিন্তু, বিরোধী নেতাদের শান্তিপুর্ন আন্দোলনেও গ্রেফতার করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় নারী সমিতির শান্তিপুর্ন আন্দোলনে নারী নেত্রীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।

বিরজু মহারাজ

● প্রথম পাতার পর

কত্থকের 'মহারাজা' পরিবারে জন্ম বিরজুর। সাত পুরুষ ধরে তাঁদের পরিবারে কত্থক নাচের চর্চা। তাঁর দুই কাকা শম্ভু মহারাজ এবং লচ্ছু মহারাজ ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী। বাবা অচ্চন মহারাজই ছিলেন বিরজুর গুরু। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একাধিক ধারার সঙ্গে যেমন যুক্ত ছিলেন, তেমনই বহু ছবিতে কোরিওগ্রাফারের কাজও করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সত্তর দশকের মাঝামাঝি সত্যজিৎ রায়ের 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি'-র কোরিওগ্রাফি। ছবিতে দুটো গানের কোরিওগ্রাফি করেন। তার মধ্যে একটা ছিল 'কানহা মে তোসে হারি'। দেশ-বিদেশে বহু অনুষ্ঠান করেছেন বিরজু মহারাজ। রয়েছে প্রচুর ছাত্রছাত্রী।

স্কুটি

● প্রথম পাতার পর

অগ্নিনির্বাপক কর্মীদের খবর দিলে আহত যুবককে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানীর জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

চিকিৎসার পরও শেষ রক্ষা হল না টোটনের। ইহলোক এর সমস্ত মায়া মমতা ত্যাগ করে সোমবার সকালে পাড়ি দিল না ফেরার দেশে। এই খবর নিহত যুবক জুটনের অমর কলোনী গ্রাম চাওয়ার হতেই সুখের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। সোমবার দুপুরে তার মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসলে পাড়া-প্রতিবেশীরা , বন্ধুবান্ধব আত্মীয় পরিজনের চোখের জলে শেষ বিদায় জানায়। পরবর্তী সময়ে যুবকের মৃতদেহ কল্যানপুর বাজার কলোনী স্থিত শ্মশান ঘাটে শেষকৃত্য করা হয় ।

মৃত দুই

● প্রথম পাতার পর

মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৮৩৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গেছে, পশ্চিম জেলা করোনা সংক্রমণে এখনও শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। শুধু তা-ই নয়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ২৭৮ জন, উত্তর জেলায় ৯২ জন, সিপাহিজলা জেলায় ৩৪ জন, দক্ষিণ জেলায় ৬০ জন, ধলাই জেলায় ৩৪ জন, উনকোটি জেলায় ৫০ জন, খোয়াই জেলায় ৬০ জন এবং গোমতি জেলায় ৩৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

চালক

● প্রথম পাতার পর

সাথে গাড়ির চালক রশিদ মিয়াকেও পুলিশ আটক করেছে। অসম পুলিশের দাবি, ধৃত গাড়ি চালক ত্রিপুরার বাসিন্দা। তিনি ওই গাঁজা পানিসাগর থেকে করিমগঞ্জ নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে পুলিশী জেরায় স্বীকার করেছেন।

অসম পুলিশ গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করেছে। আজ গাড়ির চালক রশিদ মিয়াকে আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ। আদালত তাকে জেলা হেফাজতে পাঠিয়েছে।

াঙ্গন

বোর্ডের ফেয়ারওয়েল ম্যাচের প্রস্তাব ফিরিয়ে জবাব কোহলির

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : বিরাট কোহলির অধিনায়কত্বের শেষটা ভালো হয়নি। টেস্ট সিরিজ হেরে টেস্ট অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু, তিনি চাইলে অধিনায়কত্বের শেষটা ভালোভাবে করতে পারতেন। ১০০ তম টেস্ট খেলে অধিনায়কত্বকে বিদায় জানাতে পারতেন ভারতের অন্যতম সফল টেস্ট অধিনায়ক। কিন্তু তিনিই তা চাননি। বোর্ড সূত্রে এমনটাই জানা যাচ্ছে।

সাত বছর ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন বিরাট কোহলি। তাঁর নেতৃত্বে টেস্টে ভারত উন্নতি করেছে। সূত্রের খবর, বিরাট যখন বোর্ডকে জানায় তাঁর অধিনায়কত্ব ছাড়ার কথা তখন বোর্ডের পক্ষ থেকে তাঁকে বলা হয়েছিল ফেয়ারওয়েল টেস্ট খেলতে। সেক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে বিরাটের ১০০ তম টেস্ট হত অধিনায়ক হিসেবে তাঁর ফেয়ারওয়েল টেস্ট।

জানা গিয়েছে, কোহলিকে যখন বোর্ডের পক্ষ থেকে বেঙ্গালুরু টেস্টকে ফেয়ারওয়েল টেস্ট করার প্রস্তাব দেওয়া হয় তার জবাবে কোহলি বলেন, 'একটা টেস্ট কোনও পার্থক্য তৈরি করবে না। আমি সেরকম নই।' বিরাটের সাত বছরের অধিনায়কত্বের যাত্রা শেষে সকলেই তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে জয় শাহ সবাই তাঁর প্রশংসা করেছেন। বিরাটের নেতৃত্বে ভারত ৬৮টা টেস্ট খেলেছে। জিতেছে ৪০টাতে। জয়ের হার বাকি অধিনায়কদের থেকে বেশি। বিরাটের নেতৃত্বে ভারত ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ হারেনি। বিদেশে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট জয় সবথেকে বড়। কোহলি একমাত্র টেস্ট ব্যাটার যিনি ৫ হাজারের বেশি রান করেছেন। ব্যাটিং গড় ৫২-র বেশি।

বিরাটের অধিনায়কত্ব ছাড়া নিয়ে বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, বিরাট ভারতীয় ক্রিকেট দলকে অনেক দিয়েছে। ওর নেতৃত্বে, ভারতীয় ক্রিকেট দল অনেক সাফল্য পেয়েছে। ওর সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত ও বিসিসিআই সম্মান করে।'

একদিনের সিরিজের প্রস্তুতিতে নেমে পড়ল দুই রাহুলের ভারত

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে টেস্ট সিরিজ জেতার স্বপ্ন এখন অতীত। এবার সামনে একদিনের সিরিজ। কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের প্রশিক্ষণে সেই সিরিজের প্রস্তুতিতে বোলান্ড পার্কে নেমে পড়ল ভারতীয় দল। একদিকে দলের কোচ রাহুল, অন্যদিকে সিরিজে দলকে নেতৃত্ব দেবেন আর এক রাহুল, কেএল। ফলে দুই রাহুলের ভারত রামধনুর দেশে ফের এক দিনের সিরিজ জেতার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।

বিরাট কোহলির থেকে এক দিনের ক্রিকেটের নেতৃত্ব কাড়ার পর তা দেওয়া হয়েছিল রোহিত শর্মাকে। কিন্তু চোটের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কোনও সিরিজই খেলতে পারছেন না রোহিত। ফলে এক দিনের সিরিজে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার ভার কেএল রাহুলের কাঁধে।

টেস্ট সিরিজ হারের পর একদিনের সিরিজ জিততে মরিয়া ভারতীয় ক্রিকেট দল। ২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় শেষ বার সফরে এসেও এক দিনের সিরিজ জিতেছিল কোহলীর ভারত। টেস্ট সিরিজ হাতছাড়া হওয়ার কারণে এক দিনের সিরিজে ভুল করতে চান না রাহুল।

আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ১৫ পদক ঝাড়খণ্ডের খেলোয়াড়দের

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : জিতকান শিতরিউ ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার অধীনে কলকাতায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতা সোমবার শেষ হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় ঝাড়খণ্ডের নয়জন খেলোয়াড় ভারতীয় দলের হয়ে ১৫টি পদক জয় করেছেন।

জানা গিয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে ছয়টি স্বর্ণ, সাতটি রৌপ্য ও দুটি ব্রোঞ্জ পদক। এই প্রতিযোগিতায় কুন্দন ওরাওঁ তার সেরা পারফরম্যান্স দেখিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশের খেলোয়াড়কে পাঁচ পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত করে স্বর্ণপদক জিতে নেন। অন্যদিকে পুরুষ ক্যাটাগরির অন্যান্য খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সও ছিল চমৎকার। কুন্দন ওরাওঁ ছাড়াও উমাশঙ্কর গুপ্ত কাতা এবং কুমিতে উভয় ইভেন্টে রৌপ্য পদক জিতেছেন বলে জানা যায়। যেখানে রাকেশ তিরকি এবং সুদেশ কুমার মাহতোও কাটায় রৌপ্য পদক জিতেছেন। অন্যদিকে ব্রোঞ্জ পদক পেলেন আয়ুষ সাঙ্গা। সোমবার ঝাড়খণ্ড কারাতে অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি কাম টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ইন্টারন্যাশনাল মার্শাল আর্ট অ্যাকাডেমি রেনসি সুনীল কিসপোতা বলেন, সমস্ত খেলোয়াড় তাদের সেরা পারফর্ম করে শুধু রাজ্যের জন্য নয়, দেশের জন্য খ্যাতি এনেছে। সব খেলোয়াড়ই সম্মান পাওয়ার যোগ্য। তিনি বলেন, সকল খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সকল খেলোয়াড়দের সম্মাননা জানানো হবে।

ঘরের মাঠে আয়ারল্যান্ডের কাছেও সিরিজ হারল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

কিংস্টন, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) :ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবার নিজেদের মাটিতে আয়ারল্যান্ডের কাছে সিরিজ হারল। তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ হারল ১-২ ফলে। আয়ারল্যান্ড এই প্রথম বিদেশের মাটিতে কোনও টেস্ট খেলিয়ে দেশের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ জিতল।

তিনটি ম্যাচই হয় কিংস্টনে। প্রথম ম্যাচে ২৪ রানে হেরে সিরিজে পিছিয়ে পড়েছিল আয়ারল্যান্ড। এর পর দ্বিতীয় ম্যাচে তারা ২১ বল বাকি থাকতে ৫ উইকেটে জেতে। রবিবার শেষ এক দিনের ম্যাচে ৩১ বল বাকি থাকতে ২ উইকেটে তারা হারায় ক্যারিবিয়ানদের। ব্যাট এবং বল হাতে ম্যাচের নায়ক অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন। তিনি সিরিজ সেরাও হয়েছেন।

টস জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ব্যাট করতে পাঠায় আয়ারল্যান্ড। ৪৫ ওভারও খেলতে পারেননি ক্যারিবিয়ান ব্যাটাররা। ৪৪.৪ ওভারে ২১২ রানে শেষ হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস। জবাবে ৪৪.৫ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যান আইরিশরা।

অ্যাটলেটিক বিলবাওকে ২-০ গোলে হারিয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতল রিয়াল মাদ্রিদ

রিয়াদ, ১৭ জানুয়ারি (হি. স.) : স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপা জিতল রিয়াল মাদ্রিদ। রবিবার রাতে সৌদি আরবের রিয়াদের কিং ফাহাদ স্টেডিয়ামে অ্যাটলেটিক বিলবাওকে ২-০ গোলে হারিয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপের চ্যাম্পিয়ন হল রিয়াল মাদ্রিদ।রিয়ালের হয়ে গোল দুটি করেন লুকা মদ্রিচ ও করিম বেঞ্জেমা।

দুই অর্ধের দুই গোলে রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর লড়াইয়ে ফিরতে জোর চেষ্টা চালাল অ্যাটলেটিক ক্লাব বিলবাও। শেষ দিকে ব্যবধান কমানোর সুবর্ণ সুযোগও পেয়েছিল তারা। কিন্তু অসাধারণ নৈপুণ্যে পেনাল্টি বাঁচিয়ে দেন থিবো কর্টোয়া। দারুণ জয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপ পুনরুদ্ধার করল স্পেনের সফলতম ক্লাব। এদিন ম্যাচের ৩৮তম মিনিটে মদ্রিচের গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। বিরতির পরও ৫২ মিনিটে স্পট কিকে ফরাসি স্ট্রাইকার বেঞ্জেমা নিজেই গোলটি করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন।

নির্ধারিত সময়ের শেষ দিকে রাউল গার্সিয়ার হেড ডি বক্সের ভিতর এডের মিলিতাওয়ের হাতে লাগার পর রেফারি বিলবাওয়ের পেনাল্টির সংকেত দেন। ভিএআরের শরণাপন্ন হওয়ার পর মিলিতাওকে লাল কার্ড দেখানো হয়। এরপর রিয়াল ১০ জনে খেলতে থাকেন। তবে গার্সিয়ার নেওয়া স্পট কিক দারুণ দক্ষতায় প্রতিহত করেন থিবো কর্তোয়া। বিলবাও গোলের ভালো সুযোগ হাতছাড়া করে। ১০ জনে খেলে শেষ পর্যন্ত শিরোপা জেতে রিয়াল। এই নিয়ে ১২ বার স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতল রিয়াল। রেকর্ড ১৩ বার এই ট্রফি জিতেছে বার্সেলোনা।—হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

NOTICE INVITING e-TENDER

The TTAADC Polytechnic Institute, Khumulwng, invites e-Tender from bonafide & resourceful Manufacturers/authorized dealers/Agency for **"Supply, Installation and Commissioning of Equipments/Machineries at Laboratories under Civil Engineering Department.,** TTAADC Polytechnic Institute" through e-Procurement website of Government of Tripura, http://tripuratenders.govin. Bidding details i.e. items specifications, job description, Terms and conditions will be available at www.tripuratenders.gov.in from 17/01/2022. The interested agency may digitally submit their bids in the form of two bid system by 13/02/2022 up to 5:00 PM.

Sl.No.	Name of the work	Tender Value (in INR)	Tender Fee (in INR)	EMD value (in INR)
1	**Supply, Installation and Commissioning of Equipments/Machineries at Laboratories** (Geotechnical Engg. Lab/Foundation Lab, Transportation Engg. Lab/Highway Material Testing Lab and Survey Lab) **of Civil Engineering Department., TTAADC Polytechnic Institute**	₹ 44,23,682/- (Approx.)	₹ 2,000/-	₹ 44,236/-

ICA-C-3387/2021-22

Principal (In Charge)
TTAADC Polytechnic Institute
Khumulwng, Tripura

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IEDXDP/40/2021-22 Dated 13/01/2022

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TTENDERER
1	DNIT No:- EE-IED/UDP/117/2021-22	Rs 3,95,473.00	Rs 3,955.00	20 days	Up to 15.00 Hrs on 20/01/2022	At 15.30 Hrs on 21/01/2022	Office of the Executive Engineer Internal Electrification Division, Udaipur, Gomati Tripura.	Appropriate Class

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA-C-3380/2021-22

(ER.BUDDHA JAMATIA)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.
Mobile:9436169660

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO. EE-IED/AGT/57/2021-22 dated 14/01/2022

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate tender(s) from Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 21/01/2022 for the following work:-

Sl No	Name of work	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME OF COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF BIDDER
1	DNIT No: EE-IED/AGT/126/2021-22	₹ 409,622.00	₹ 4,096.00	150 (one five zero) days	Up to 16.00 Hrs on 20/01/2022	At 15.30 Hrs on 21/01/2022	Office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Agartala: West Tripura	Appropriate Class
2	DNIT No: EE-IED/AGT/127/2021-22	₹ 342,289.00	₹ 3,423.00	60 (sixty) days				
3	DNIT No: EE-IED/AGT/128/2021-22	₹ 91,594.00	₹ 916.00	60 (sixty) days				

Details of the PNIT can be seen at Internal Electrification Division, Agartala during office hour.

ICA-C-3369/2021-22

(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

অভয়নগরে পুঁথিবা লাই-হারাওবা উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে সম্মান জানানো হয়েছে।

সাধারণ বাজেটে প্রয়োজন অনুসারে প্রাপ্তির তোড়জোড় শুরু প্রদেশ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। সাধারণ বাজেটে ত্রিপুরার ঝুলিতে প্রয়োজন অনুসারে প্রাপ্তির জন্য তোড়জোড় শুরু করেছে প্রদেশ বিজেপি। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের কাছে জরুরি বিষয় উত্থাপন করে প্রস্তাব দিয়েছে। এমনকি, অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ প্যানেল ত্রিপুরার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে মত বিনিময় করেছেন। তাতে ধারণা করা হচ্ছে, সাধারণ বাজেটে ব্যয় বরাদ্দে ত্রিপুরা অনেকটাই উপকৃত হবে। অন্তত, কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রীর আশ্বাসে এমনটাই নিশ্চিত বলে মনে করছে প্রদেশ বিজেপি নেতৃবৃন্দ।

প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, আগামী ৩১ জানুয়ারি সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে। দেশের সমস্ত প্রদেশের প্রয়োজনীয়তার নিরীখে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ব্যয় বরাদ্দের দাবিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেতে চলেছে। সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি ভারতীয় জনতা পার্টির তরফেও সাংগঠনিক পর্যায়ে ব্যয় বরাদ্দের দাবিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপনের প্রচেষ্টা চলছে।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরা থেকেও গত ১৬ জানুয়ারি রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করা হয়েছে। ওইদিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ওয়েবীনারে ত্রিপুরার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেছেন। ওই আলোচনায় দিল্লী থেকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সহসভাপতি বৈজয়ন্ত জয় পান্ডা, মুখপাত্র গোপাল কৃষ্ণ আগরওয়াল এবং অরুণ সিং অংশ নেন।

তাঁর দাবি, ওই আলোচনা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে। যদিও ওই বৈঠকের আগেই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহার পৌরহিত্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বৈঠকে ত্রিপুরার অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাই পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসেন। নবেন্দু বাবু জানান, ত্রিপুরার তরফে আলোচনায় পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেন ড় কিরণ শঙ্কর চক্রবর্তী, ডঃ সুজিত দেব, ড় পুনম মুখার্জি এবং ড় সায়ন সাহা। তাঁদের বিশেষজ্ঞ প্যানেলিস্ট হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরার তরফে উত্থাপিত বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো উন্নয়ন, পর্যটন এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়। ত্রিপুরার তরফে প্রস্তাব করা হয়েছে, রাবারভিত্তিক শিল্প স্থাপনের যাবতীয় ক্ষেত্রগুলির যাতে খতিয়ে দেখা হয়। সেই সঙ্গে ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা বানিজ্যের ক্ষেত্র আরো প্রশস্থ করা। তিনি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হোস্টেলের ৭-তলা থেকে মরণঝাঁপ! আত্মঘাতী আইআইটি বোম্বের পড়ুয়া

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): হোস্টেলের ৭-তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) বোম্বের এক পড়ুয়া। বছর ২৬-এর স্নাতোকত্তরের ওই পড়ুয়া সোমবার ভোরে হোটেলের ৭-তলা থেকে ঝাঁপ দেয়। উদ্ধার হয়েছে এক সুইসাইড নোট, ওই সুইসাইড নোটে সে জানিয়েছে, মানসিক বিষণতায় ছিল সে এবং তাঁর চিকিৎসাও চলছিল। মাস্টার্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন ওই পড়ুয়া।

মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ হোস্টেলের ৭-তলা থেকে ঝাঁপ দেন ওই পড়ুয়া। তড়িঘড়ি তাঁকে ঘাটকোপারের রাজাওয়ারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের কাছ থেকে একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার হয়েছে। নোটে লেখা রয়েছে, তিনি বিষণতায় ভুগছিলেন এবং চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। পুলিশ এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে তদন্ত করছে। ওই পড়ুয়ার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে আইআইটি বোম্বে।

অভিষেকের গোয়া সফরের আগেই তোপ চিদম্বরমের

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি. স.) : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়া সফরের আগেই তৃণমূল-আপকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদম্বরম। সোমবার চিদম্বরম সংবাদমাদ্যমকে বলেন, 'গোয়ায় আপ এবং তৃণমূল অবিজেপি ভোটকে ভাগ করবে।' বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা গোয়ায় দলের পর্যবেক্ষক চিদম্বরমের বক্তব্য, গোয়ায় লড়াই হবে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে।

প্রসঙ্গত, এ দিনই ফের গোয়া সফরে যাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে চারদিনের কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। তাঁর হাত দিয়েই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারে তৃণমূল। প্রথম থেকেই গোয়াকে পাখির চোখ করে এগোচ্ছে তৃণমূল। নির্বাচন কমিশন ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করার পর থেকেই গোয়ার রাজনীতিতে বিজেপি বিরোধী জোটে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত মিলছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে এর আগে অভিষেকের সফর বাতিল হয়। এবারও তাঁর সফর বাতিলের চেষ্টা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ দলীয় সূত্রে। তবে এবার সেখানে যাচ্ছেন তিনি।

সংক্রমণ কমছে আমেরিকায় কোভিডে মৃত্যু নিয়ন্ত্রণে ফ্রান্সেও

ওয়াশিংটন ও প্যারিস, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): কোভিড-সংক্রমণের হার ধীরে ধীরে নিম্নমুখী আমেরিকায়, কমছে মৃত্যুও। আমেরিকার পাশাপাশি সংক্রমণ কমছে ফ্রান্সেও, তবে ফ্রান্সে করোনার আগ্রাসন এখনও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৯৭৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩৪৬ জনের। আমেরিকায় এখনও পর্যন্ত করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৬৬,৯৯৫,৫৩৩ জন, মৃত্যু হয়েছে ৮ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫৬৪ জন। সুস্থতার সংখ্যাও কম নয়, ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৪৩,০৯০,৬৪৪ জন।

সংক্রমণ ধীরে ধীরে কমছে ফ্রান্সেও। ফ্রান্সে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৭৮ হাজার ১২৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৯৮ জনের। ফ্রান্সে এখনও পর্যন্ত করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১৪,১৭২,৩৮৪ জন, মৃত্যু হয়েছে ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৬৭ জন। ইতিমধ্যেই ফ্রান্সে সুস্থ হয়েছেন ৫,১৬২,৭৫৭ জন।

মার্চের শুরুতে হতে পারে ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সিদের টিকাকরণ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সিদের টিকা দেওয়া শুরু করবে কেন্দ্র। সোমবার ইঙ্গিত দিয়েছেন কোভিড টিকাকরণ সংক্রান্ত জাতীয় উপদেষ্টা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান এনকে অরোরা।

জানুয়ারি মাসের মধ্যে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের প্রথম টিকা দেওয়া শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্র। সেই লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলার ব্যাপারে আশাবাদী অরোরা। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে তাদের দ্বিতীয় টিকা দেওয়া শুরু হবে। অরোরা জানিয়েছেন, এই কর্মসূচিতে শুরুতে যথেষ্ট সাড়া মিলেছে। প্রথমদিনেই ৪২ লক্ষেরও বেশি কিশোর কিশোরাকে টিকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, "১২ থেকে ১৪ বছর বয়সিদের ফেব্রুয়ারির শেষে বা মার্চে প্রথম সপ্তাহ থেকে টিকা দেওয়া শুরু হবে।" প্রসঙ্গত ১৬ জানুয়ারি কেন্দ্রের টিকাকরণ কর্মসূচি এক বছর পূরণ করেছে। টিকাকরণের প্রথম বর্ষপূর্তিকে স্মরণে রাখতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন এখনও পর্যন্ত দেশের ৭০ শতাংশ পূর্ণবয়স্ক মানুষ টিকা নিয়েছেন। মার্চের ১ তারিখ থেকে দ্বিতীয় দফায় টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হবে। ওই দিন থেকে সম্ভবত ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সি বালকদের টিকা দেওয়া শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আবার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালাল উত্তর কোরিয়া

পিয়ংইয়ং, ১৭ জানুয়ারি (হি,স.) : ফের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করল উত্তর কোরিয়া। সোমবার রাজধানী পিয়ংইয়ংয়ের সাগরে স্বল্প-পাল্লার দুটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে উত্তর কোরিয়া। এদিন সুনান বিমানবন্দর থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ নিয়ে চলতি জানুয়ারি মাসে চতুর্থবারের মত ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালাল উত্তর কোরিয়া। ক্ষেপণাস্ত্র দুটি কতটা পথ পাড়ি দিয়েছে, তা জানাতে পারেনি দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনী।

জাপান সরকারও বিষয়টি নিশ্চিত করে এর নিন্দা জানিয়েছে। তারা বলছে, এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করবে। জাপানি প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার ব্যাপারে যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, সাগরে অবস্থানরত জাহাজ এবং আকাশে চলাচলকারী বিমানের নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে।

জাপানের কোস্ট গার্ড তাৎক্ষণিকভাবে দেশটির জলসীমায় অবস্থানরত জাহাজগুলোকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়। কোস্ট গার্ড পরে জানায়, উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্রগুলো হয়তো আরও আগে সাগরে পড়েছে।গত সপ্তাহে উত্তর কোরিয়া জানায়, তারা একটি হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে। ওই উৎক্ষেপণ সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেছেন শটির নেতা কিম জং উন। মূল পরীক্ষার দুই দিন পর পিয়ংইয়ং এ খবর ঘোষণা করে। এরপর শুক্রবার উত্তর কোরিয়া একটি ট্রেন থেকে দুটি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালায়। প্রসঙ্গত, উত্তর কোরিয়া চলতি বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ক্ষেপণাস্ত্র শক্তি প্রদর্শন করে আসছে।

তেলিয়ামুড়ার একাধিক স্কুলে নেয়া হল সপ্তম শ্রেণীর পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ জানুয়ারি।। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কথা উপলব্ধি করে রাজ্য শিক্ষাদপ্তর রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলির জন্য নিয়ম-নীতির নোটিফিকেশন জারি করেছিল। যাতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে আসা সম্পূর্ণ বারণ আগামী ৩০-০১-২০২২ ইং পর্যন্ত। কিন্তু দপ্তরের ঐ নিয়ম-নির্দেশিকাকে মান্যতা না দিয়ে তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এবং কবিনজরুল বিদ্যাভবন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সহ তেলিয়ামুড়ার একাধিক স্কুলে সোমবার সপ্তম শ্রেণীর সংস্কৃত এবং হিন্দি পরীক্ষা গ্রহণ করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে শিক্ষা দপ্তরের এই নোটিফিকেশনকে মান্যতার না দেওয়ার কারণে কোভিড-১৯ এর তৃতীয় ঢেউয়ের গোষ্ঠি সংক্রমনের আশঙ্কা করছে অভিভাবক সহ একাংশ শিক্ষকমহল।

এদিকে তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে সাংবাদিকের উপস্থিতি টের পেয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা পরীক্ষা কক্ষ ছেড়ে পালিয়ে সপ্তম শ্রেণীর পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য উদ্যোত হন। যদিও ১২ থেকে ২:৩০ -এর মধ্যে পরীক্ষা দিতে আসা সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় পরীক্ষা দিয়ে অধিকাংশই বাড়ি চলে যায়। এদিকে তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এবং কবিনজরুল বিদ্যাভবন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা সাংবাদিকের ক্যামেরার সামনে পৃথক পৃথক মন্তব্য দিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো উপক্রম। আদতে একজন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক দপ্তরের নিয়ম-নির্দেশিকাগুলিকে মান্যতা দিতে বাধ্য। যা কবিনজরুল বিদ্যাভবন এবং তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের দুই প্রধান শিক্ষক শিক্ষা দপ্তরের নিয়ম নির্দেশিকাগুলি কে মান্যতা দেয়নি সোমবার।

গোলাঘাটিতে মথা ছেড়ে ৮৩ ভোটার বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ জানুয়ারি।। এডিসি নির্বাচনে সাফল্য পেলেও বর্তমানে পাহাড়ে ক্রমশ নেতিয়ে পড়েছে তিপরা মথা। কারণ এডিসি নির্বাচনে তিপরা মথাকে সমর্থন করেছিলেন বামেদের নিচুতলার সমর্থক এবং ভোটাররা। আইপিএফটি দলেরও একটা বিশাল অংশ মথাকে সমর্থন করেছিলেন। যার ফলস্বরূপ এডিসি দখল করতে পেরেছিলেন মথা। কিন্তু বর্তমানে পাহাড়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে বামেরা। যারা নির্বাচনে মথাকে সমর্থন করেছিলেন তারা ফের বাম আন্দোলনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছেন। সিপিএম, আইপিএফটি, আইএনপিটি দলের জগা খিচুড়ি হলো মথা। যার ফলস্বরূপ প্রতিটি এডিসি ভিলেজে সংঘাত লেগেই রয়েছে। এর জেরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছেন সাধারণ জনজাতিরা। ইতিমধ্যেই এর ফলে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে মথার সংগঠন। তাছাড়া এখনো বুথ ভিত্তিক শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে পারেনি মথা। এডিসি নির্বাচনে জয়ী হলেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তাই মাত্র এক বছরেই তিপরা মথার প্রতি মোহভঙ্গ হয়েছে সাধারণ মানুষের। এবার তারা সরাসরি বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করার অঙ্গীকার করছেন। রবিবার গোলাঘাটি বিধানসভা ২৭ নম্বর বুথের গাঙ ঠাকুরপাড়ার ৮৩ জন জনজাতি ভোটার তিপরা মথা ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। গাঙ ঠাকুরপাড়ায় আয়োজিত দলবদল সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা,গোলাঘাটি মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক সুকুমার দেববর্মা, বুথ সভাপতি সুনীল দেববর্মা প্রমুখ। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ নবাগতদের বরণ করে নেন বিধায়ক নবাগতদের উদ্দেশ্যে বলেন বিজেপিতে কে নতুন কে পুরনো সেটা বড় কথা নয়। আপনারা উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে সামিল হয়েছেন। আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা এই রাজ্যের উন্নয়ন করবো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেড় লাখ পরিবারের হাতে ঘরের টাকা দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যের জনজাতিদের উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করছেন। কোন রাজনৈতিক রঙ না দেখে কাজ করছে বিজেপি সরকার। বিজেপিকে শক্তিশালী করুন এবং আপনার এলাকার উন্নয়নে সামিল হোন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আর্জিকে মান্যতা পাঞ্জাবে ২০ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা নির্বাচন

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি নয়, পঞ্জাবে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুরোধকে মান্যতা দিয়ে সোমবার জানিয়ে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। প্রথমে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছিল, ১৪ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে পঞ্জাবে। কিন্তু, গুরু রবিদাস জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভোট পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি। একই অনুরোধ জানায় আম আদমি পার্টি, বিজেপি, বহুজন সমাজ পার্টি এবং পঞ্জাব লোক কংগ্রেসও। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সেই অনুরোধকেই সোমবার মান্যতা দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি গুরু রবিদাসের জন্মজয়ন্তী। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী জানান, গুরু রবিদাসের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১০-১৬ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের তফশিলি সম্প্রদায়ের মানুষ বারাণসী যাবেন।

মুকুল সম্পর্কে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানানোর নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : মুকুল রায়ের সদস্যপদ খারিজের ব্যাপারে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষকে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও এবং বি ভি নাগরত্নের ডিভিশন বেঞ্চ মৌখিকভাবে একথা জানিয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন করেন। তারই শুনানিতে এদিন দেশের শীর্ষ আদালত একথা জানিয়েছে। রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষের আবেদন ছিল, ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে বিষয়টির শুনানি হোক। সুমি কোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে জানায়, আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে অধ্যক্ষকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাতে হবে।

এদিন অধ্যক্ষের তরফে প্রবীণ আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে মামলাটি শোনার জন্য আবেদন করেন। বাদী পক্ষের আইনজীবী শেখর নাফাদে ওই আবেদনের বিরোধিতা করেন। বিচারপতি রাও জানান, আমরা দু'সপ্তাহ সময় দিচ্ছি। তার মধ্যে বিয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে।

গত ১৭ জুন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজের আবেদন জানান অধ্যক্ষের কাছে। গত বছরের ২৮ সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দাল এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ বলে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদটি বিরোধী দলনেতারই প্রাপ্য। এটাই সাংবিধানিক রীতি। বেঞ্চ আরও বলে তৃণমূল বিধায়ক মুকুল রায়ের সদস্যপদ খারিজের বিষয়টি পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির সঙ্গে জড়িত। কারণ, মুকুল রায়কেই পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে।

উত্তরপূর্বের দুই রাজ্য অসমের কাছাড় ও মণিপুরের কাংপোকপিতে মৃদু ভূমিকম্প

গুয়াহাটি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : পর পর দুবার ভূমিকম্পের ঝাকুনিতে কেঁপে উঠেছেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুই রাজ্য অসম এবং মণিপুর। প্রায় ৩০ মিনিটের ব্যবধানে রিখটার স্ক্যালে যথাক্রমে ৩.৫ এবং ৩.৮ প্রাবল্যের ভূমিকম্প দুই রাজ্যের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে কাঁপিয়েছে। তবে মৃদু ভূকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি যে তথ্য প্রকাশ করেছে সে অনুযায়ী, প্রথম ভূমিকম্পের ঝটকা লেগেছে দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলায় আজ সোমবার ভোররাত ২-টা ১১ মিনিট ৩ সেকেন্ডে। সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূগর্ভের ৩৫ কিলোমিটার গভীরে ২৪.৭০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২.৭২ দ্রাঘিমাংশে। রিখটার স্ক্যালে এর তীব্রতা ৩.৫ ধরা পড়েছে।

কাছাড়ের পর প্রায় আধঘণ্টার মধ্যে ৩.৮ প্রাবল্যের দ্বিতীয় ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে মণিপুরের কাংপোকপি জেলায়। সোমবার ভোররাত ২-টা ৩৯ মিনিট ২৫ সেকেন্ডে। এর উৎসস্থল ছিল ভূগর্ভের ২০ কিলোমিটার গভীরে ২৫.১৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৯০ দ্রাঘিমাংশে। প্রসঙ্গত, ইংরেজি নতুন বছর ২০২২ সালের প্রথম মাসে এ নিয়ে তিনবার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে মণিপুরে। প্রথম দুটি ভূমিকম্প হয়েছে চলতি বছরের ৪ জানুয়ারি রাজ্যের টেমেংলং এবং চান্দেল এবং ১৬ জানুয়ারি কেমজং জেলায়। তবে গত বছরের অক্টোবর থেকে আজ পর্যন্ত ২৪ বার ভূমিকম্পে কেঁপেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য যেমন অসম, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম। তবে ভূমিকম্পগুলির তীব্রতা কম থাকায় কোনও হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি।

বেতন ও রেশনের দাবিতে ধর্নায় বসলো ডেবিল ইনিনিয়ারিং কোম্পানির শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ জানুয়ারি।। বেতন ও রেশনের দাবিতে ধর্নায় বসলো ডেবিল ইনিনিয়ারিং কোম্পানির ড্রিলিং শ্রমিকরা।সকাল এগারোটা থেকে ধর্মনগর বটরসি সিত ডেবিল ইনিনিয়ারিং কোম্পানির অফিসের সামনে ধর্নায় বসে ২৬৭ জন ও এন জি সি র সাব কন্টাক্টের ড্রিলিং শ্রমিকরা।সকলেই বহিঃ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের।বর্তমানে তীব্র উৎকন্ঠার মধ্যে রয়েছে সকল ড্রিলিং শ্রমিকরা।

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ, সোমবার সকাল এগারোটা নাগাদ উত্তর জেলার ধর্মনগরের বটরসি সিত এলাকার ডেবিল ইনিনিয়ারিং কোম্পানির অফিসের সামনে আচমকা ধর্নায় বসে কোম্পানির ড্রিলিং শ্রমিকরা। শ্রমিকদের বক্তব্য, ও এন জি সির মাটি ড্রিলিং এর জন্য ডেবিল ইনিনিয়ারিং কোম্পানিকে বরাত দেওয়া হয়।সেই সুবাদে উক্ত অফিসের আওতাধীন প্রায় ২৬৭ জন ড্রিলিং শ্রমিকরা মাটি ড্রিলিং এর কাজ করছিলেন। তারমধ্যে শ্রমিকদের রদবদলে বিগত দুই হাজার একুশের বারো নভেম্বরে ড্রিলিং শ্রমিকরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে ধর্মনগরে আসেন।প্রথমে সব ঠিকঠাক চললেও দু"মাস যাবৎ সকল ড্রিলিং শ্রমিকরা তাদের বেতন পাচ্ছেনা বলে অভিযোগ।চলতি মাসের ছয় তারিখ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে শ্রমিকদের রেশন সামগ্রীও।রয়েছে তাদের থাকা ও বাথরুমের সমস্যা। মূলত শ্রমিকদের প্রধান দাবি,বেতন ও রেশন সামগ্রী সময় মতো দিতে হবে। এছাড়াও মাটিতে ড্রিলিং এর সময় তাদের লাইফ সেফটির জন্য হেলমেট,জুতা ও লাইফ জ্যাকেট দেওয়া হয়না।তাই কিছুদিন পূর্বে পানিসাগর এলাকায় মাটি ড্রিলিং এর সময় চারজন শ্রমিক গুরুতর ভাবে আহত হয়। বর্তমানে সকলে সুস্থ হলেও একজন এখনও আগরতলায় চিকিৎসাধীন। সেক্ষেত্রেও ইনিনিয়ারিং কোম্পানি লাইফ সেফটির সকল সামগ্রী প্রদান করতে হবে।তবে উক্ত ইনিনিয়ারিং কোম্পানি শ্রমিকদের দাবি ও অভিযোগ মানতে নারাজ।তাই ড্রিলিং শ্রমিকদের মধ্যে এক তীব্র উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে।এখন দেখার বিষয় ডেবিল ইনিনিয়ারিং কোম্পানি ড্রিলিং শ্রমিকদের দাবি দাওয়া পূরনে কতটুকু সহনশীল হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।